CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 December 2021 ■ আগরতলা ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তিপরা মথা ও টিপিএফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তাল খুমলুঙ, গাড়ি ভাঙচুর, আহত বহু

প্রদ্যুতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন, অভিমানে ভাসালেন কেঁদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের ডাক দিয়ে জনজাতিদের মধ্যে ঐক্য চাইছিলেন তিপরা মথার সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন। সেই স্বপ্নে বিভোর এডিসি এলাকার ভোটাররা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে দু-হাত উজাড় করে সমর্থন দিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু, মোহ হয়তো কাটতে শুরু করেছে। ফলে, সংঘাত চরমে গিয়ে ঠেকেছে। আজ এডিসি সদর খুমলুঙ-এ অনৈক্যের ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিপরা মথা এবং টিপিএফ-র মধ্যে সংঘাতে বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত হয়েছেন। দুইটি গাড়ি ভাংচুর হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল, জনরোষ থামাতে গিয়ে ক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল, তাঁকে কেঁদে ভাসাতে হয়েছে। আজকের ঘটনা স্বাভাবিকভাবে গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের স্বপ্নকে চুড়মার করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া, দলের উপর প্রদ্যুতের নিয়ন্ত্রণ নেই তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপনের জন্য খুমুলুঙ-এ অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়েছিল ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট(টিপিএফ)। কিন্তু, পুলিশ তাঁদের অনুমতি দেয়নি। ফলে, পরবর্তী সময়ে এডিসি প্রশাসনের কাছে খুমুলুঙের খুম্পুই ময়দানে অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়েছিল। সেই অনুমতি টিপিএফ পেয়েছিল। কিন্তু, গতকাল রাতে সেই অনুমতি বাতিল করে দেয়। তাই তারা আজ খুম্পুই ময়দানে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেই। তখন তিপরা মথার কর্মীরা গিয়ে টিপিএফ-র কর্মীদের মারধর করেছে। তাতেই, পরিস্থিতি রনংদেহী রূপ নিয়ে নেয়। কারণ, টিপিএফ কর্মীরা পাল্টা মারধর করেছে বলে অভিযোগ।

ওই ঘটনার রেশ মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। টিপিএফ সমর্থকরা বিশাল সংখ্যায় রেলি নিয়ে খুম্পুই ময়দানে হাজির হন। তাঁরা সকলেই প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছেন। তাতে, তিপরা মথার কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং সংঘর্ষ বেঁধে যায়। উত্তেজিত টিপিএফ কর্মীরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা দুইটি গাড়ি ভাংচুর করেছে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিতার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিন্তু, পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠে যখন প্রদ্যুত কিশোর ঘটনাস্থলে এসে পৌছান। তাঁকে দেখে টিপিএফ কর্মীরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং শ্লোগান দিতে থাকেন। একজন কর্মী উত্তেজিত হয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসেন। তখন প্রদ্যুত কিশোরও তার দিকে তেড়ে যান। তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কারণ, পরিস্থিতি দেখে প্রদ্যুত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাভাবিকজীবনে ফিরল এনএলএফটি গোষ্ঠীর কট্টর জঙ্গী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ ডিসেম্বর।। জঙ্গী জীবন ভালো লাগেনা। মানুষের কাছে দাম ও পাওয়া যায় না। এমনটাই বললেন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে এন এন এফ টি বিশ্বমোহন গোষ্ঠীর সদস্য বিনয় ত্রিপুরা। বাড়ি মনু থানাধীন রমণী পাড়া এলাকায়।

সংবাদে জানা যায়, এনএলএফটি বিশ্ব মোহন গোষ্ঠীর একজন সদস্যদের সঙ্গে জঙ্গলে চলে যায় বিনয় ত্রিপুরা। সেখান থেকেই বাংলাদেশ চলে গিয়ে বিশ্ব মোহন গোষ্ঠীর জঙ্গী গোষ্ঠীর খাতায় নাম লেখান। সেখান থেকে থেকে জঙ্গী গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করতে থাকে বিনয় ত্রিপুরা।

দীর্ঘদিন ধরেই সে ভাবছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার। সুযোগ বুঝে বাংলাদেশ থেকে বৃহস্পতিবার ছামনু থানাধীন গোবিন্দ বাড়ি এলাকার আসাম রাইফেল ১৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের হাতে আত্মসমর্থন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আবেদন করে বৃহস্পতিবার। গোবিন্দ বাড়ি ক্যাম্প থেকে তাকে প্রথমে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসা হয় পরবর্তীতে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা আত্মসমর্পণকারী বিশ্ব মোহন গোষ্ঠীর সদস্য বিনয় ত্রিপুরা। তবে এখনো বাংলাদেশের জঙ্গি ঘাঁটিতে যে জঙ্গী ঘাঁটি রয়েছে তা প্রমাণিত হল।

রাজ্যেও চলছে ব্যাংক ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। ব্যাংক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে দু" দিনের ব্যাংক ধর্মঘট সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। ধর্মঘটের প্রথম দিনেই উদয়পুর সহ রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক সাড়া পড়েছে। দু" দিনের ব্যাংক ধর্মঘটে সামিল হয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়ন। সারা দেশের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত জেলায় ব্যাংক বন্ধ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এবং ব্যাংকিং আইন সংশোধনের প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী টানা ৪৮ ঘন্টার ব্যাংক ধর্মঘট শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে।

ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংকে ব্যক্তি মালিকানাধীনের হাতে অর্থাৎ বেসরকারি করণের লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রতিহত করার জন্যই এই ধর্মঘট। এই দু"দিনের ব্যাংক ধর্মঘটের ফলে সাধারণ মানুষের যেমন অসুবিধা হবে তেমনি সরকারেরও ক্ষতি হবে। এটিএম গুলিতে টাকার যোগান থাকলেও দু"দিনের ব্যাংক ধর্মঘটের ফলে সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। দু"দিনব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রথম দিনে গোমতী জেলার উদয়পুর সহ রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়মুড়ার জঙ্গলে দেশী বন্দুক উদ্ধার করল টিএসআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ ডিসেম্বর।। মক ডিউটি করার সময় পিএস আর এর হাতে গভীর জঙ্গল থেকে দেশি বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়।ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া পাহাড়ের কেরলেং পাড়ার গভীর জঙ্গলে বৃহস্পতিবার বিকেলে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ খবর দিয়ে জানায় টি এস আর সপ্তম ব্যাটেলিয়ানে জওয়ানরা কেরলেং পাড়ার গভীর জঙ্গলে মগ ডিউটিতে যায়। এ এলাকার গভীর জঙ্গলে দেখতে পায় একটি দেশি বন্দুক পড়ে রয়েছে। এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের নায়েক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক টার্ম ওয়ানে প্রশ্নপত্রে বিভ্রাট বিলম্বে পরীক্ষা শুরু, অসন্তুষ্ট অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ ডিসেম্বর।। কর্মচারীদের খামখেয়ালীপনায় মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান পরীক্ষায় প্রশ্ন বিভ্রাটের শিকার হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় রাজনগরে ১টি এবং খোয়াই মহকুমায় চারটি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্ন বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। তাতে, পরীক্ষা শুরু হতে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর ব্লকের চোত্তাখলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র বিভ্রাটে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়েছে। ৩০ মিনিট পরে প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা করে পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে। মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষার প্রথম দিনে ওই বিদ্যালয়ে ইংরেজি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল অন্য প্রশ্নপত্র। যথারীতি খাম খুলে প্রধান শিক্ষক হতবাক হয়ে যান। দপ্তরের খামখেয়ালীপনার কারনে চোত্তাখলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা সঠিক সময়ে শুরু করা যায়নি।

এবিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীবন চন্দ্র দাস বলেন, প্রশ্নপত্র সঠিক না আসার কারনে এধরণের বিপত্তি দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিক টার্ম ওয়ানের ইংরেজি পরীক্ষা। কিন্তু প্যাকেটের ভেতরে ছিল অন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। খামের ওপর ইংরেজি লেখা থাকলেও ভিতরে বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছিল। ফলে, পরীক্ষা ত্রিশ মিনিট দেরীতে শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রশ্নপত্র দুধরনের হয়, অড ও ইভেন। কিন্তু ইভেনের প্রশ্ন ঠিক ছিল। অড প্রশ্নপত্রের জায়গায় অন্য প্রশ্নপত্র চলে আসে। পরবর্তী সময়ে পাশ্ববর্তী বিদ্যালয় থেকে হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে প্রশ্ন সংগ্রহ করেন এবং প্রধান শিক্ষক জেরক্স করে পরীক্ষা শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক আরো বলেন, সবাই যদি সঠিক ভাবে মনযোগ সহকারে কাজ করে তাহলে ভুল হওয়ার কথা নয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এবিষয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কয়লার যোগান নেই ইট ভাট্টা বন্ধের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। বহি:রাজ্য থেকে কয়লা সরবরাহ বন্ধ থাকার ফলশ্রুতিতে রাজ্যের ইটভাটাগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে। অবিলম্বে কয়লা আমদানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইটভাটা মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ নজরে আসেনি। সারা রাজ্যের সঙ্গে মন্দির নগরী উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন ইটভাটি গুলো প্রায় বন্ধের মুখে। কারন কয়লা সংকট।

উদয়পুর মহকুমার শুধু মহারানী এলাকায় তেরটি ইটভাটি আছে। বর্তমানে দুইটি বন্ধ হয়ে আছে। উদয়পুর মহকুমার ইট ভাটা গুলিতে শ্রমিদের একটা বড়ো অংশ ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে তাঁরা রাজ্যে এসেছেন। সাধারণত বর্ষার পর শীতের সময় ভাট্টাগুলোতে জোরদার ভাবে ইট তৈরীর কাজ শুরু হয়। একাজে দক্ষ বহি:রাজ্যের পুরুষ মহিলা শ্রমিকরা কাজ করেন।

কিন্তু এবছর প্রচন্ড কয়লা সংকট দেখা দিয়েছে। কয়লা ছাড়া ইট পোড়ানো যায় না। ফলে ইট ভাটার মালিকগন মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। তাতে বন্ধ হবার পথে বহু ইটভাট্টা। উদয়পুর মহকুমার মহারানীর এক ইট ভাটার মালিক জানান, তাঁর ইট ভাট্টাতে প্রায় প্রতিদিন ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। কয়লা না আসার ফলে ইট তৈরী করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে ইটভাটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পকে সমর্থন টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতিকে সমর্থন জানিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকমহলকে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে আহ্বান জানিয়েছে। সংগঠনের দাবি, রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে একশতটি স্কুলকে সিবিএসসির অন্তর্ভুক্ত করেছে। পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্প আরো সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে রাজ্য সরকার।

ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছে, এই প্রকল্প গ্রহণ করা হলে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় পিছিয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই সিবিএসসি কিংবা সিবিএসসি ধাচে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গতবছর রাজ্যের কুড়িটি স্কুলকে সিবিএসসি-র অন্তর্ভুক্ত করেছে রাজ্য সরকার। সার্বিক ফলাফলে দেখা গেছে সিবিএসসি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক ভাল ফলাফল করেছে। রাজ্যের প্রতিটি স্কুল সিবিএসসি অন্তর্ভুক্ত করা হলে রাজ্যের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা লাভবান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহীদদের স্মরণ

বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলায় এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

একই রাতে চারটি দোকানে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ ডিসেম্বর।। নিশিকুটুম্বের হানে স্বর্বসান্ত চার দোকানী। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার শহরে একইরাতে ৪ টি দোকানে দুঃসাহসী চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বের দল।

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকমাস যাবৎ শান্তির বাজার শহরে চোরের উপদ্রব বেড়ে চলেছে। এরইমধ্যে বুধবার রাতে শান্তির বাজার পুরাতন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি পাঠ্যপুস্তকের দোকানে, একটি মোবাইল রিচার্জের দোকানে, শান্তির বাজার সি পি আই এম পার্টি অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি মিষ্টি দোকানে ও মাংস বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি শুটকি মাছের দোকানে চুরি সংগঠিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত রাজ্যে, শ্রদ্ধায় স্মরণ শহীদদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরাতেও জাকজমকভাবে উদযাপিত হয়েছে। আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এছাড়া দুই দেশের মৈত্রীর সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সাইকেল রেলি করা হয়েছে। ৫০ জন সাইক্লেলিস্ট আজ ৫০ কিমি পথ পরিক্রমা করেছেন। সকালে লিচু বাগান স্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ সেনা জওয়ান এলবার্ট এক্কার প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। এদিন বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে বাংলাদেশের ল্যান্ড পোর্ট আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানিছেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ত্রিপুরা চাপ্টার।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। ভারতীয় সেনা এবং মুক্তি বাহিনীর যৌথ লড়াইয়ে ৯ মাসের যুদ্ধের অবসান হয়েছিল বাংলাদেশ নাম স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের মাধ্যমে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে বহু ভারতীয় সেনা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে ত্রিপুরার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কারণ, তখন কয়েক লক্ষ শরণার্থীকে ত্রিপুরা আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আগরতলায় সার্কিট হাউসে ১০ নম্বর রুমে প্রথম সেদেশের মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছিল। ত্রিপুরা এই অকৃত্রিম অবদান বাংলাদেশ সব সময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে চলেছে। সেই দিক দিয়ে মহান বিজয় দিবস ত্রিপুরার জন্যও সমানভাবে তাতর্যপূর্ণ।

আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার মহম্মদ জুবায়েদ হুসেন বলেন, আজ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শুরুতে পতাকা উত্তলনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। তারপর জাতীয় সঙ্গীত এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। আমরা সকলে মিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে ত্রিপুরার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাই, দুই দেশের মৈত্রীর এবং সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করার লক্ষ্যে সাইকেল রেলির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে ৫০ জন সাইক্লেলিস্ট ৫০ কিমি পথ পরিক্রমা করবেন। তাঁরা আগরতলা চেকপোস্টে জিরো পয়েন্টে যাবেন সেখান থেকে সহকারী হাই কমিশন কার্যালয়ে এসে রেলির সমাপ্তি ঘটবে।

মহম্মদ জুবায়েদ হুসেনের কথায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রখ্যাত গীতিকার সুবিমল ভট্টাচার্য বহু গান লিখেছেন। আজ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি নতুন একটি গেয়ে শুনাবেন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের দুইজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৭২ ▫১৭ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কৃষির আধুনিকীকরণ ও সংস্কার

অর্থনীতির মুখ, প্রাণ দুটিই বাঁচাইয়াছে কৃষি। কৃষি এবং কৃষক শ্রেণির বিশেষ যত্ন প্রাপ্য। কৃষির আধুনিকীকরণ এবং সংস্কার জরুরি। একটি আন্তরিক সরকারের তরফে উপযুক্ত স্থানে বিস্তারিত আলোচনাই হইল এর শ্রেষ্ঠ পথ। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যগগনে হঠাৎ কৃষি সংস্কারের ধুয়ো তুলিয়া তড়িঘড়ি তিনটি কৃষি আইন চাপাইয়া দেওয়া হইল। গোড়ার দিকের প্রতীকী প্রতিবাদ দেখিয়া শাসক দল ও সরকার ভাবিয়াছিল, অচিরেই সব থামিয়া যাইবে। অতএব কৃষকদের দাবিগুলি জবরদস্তি খারিজ করিয়া দিয়া আইন তৈরি করা হয়। কৃষকরা অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখান। আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে দেশের কোণে কোণে। ভীষণভাবে সফল হয় 'দিল্লি চলো' অভিযান এবং দিল্লির উপকণ্ঠে ধ্বনিত লাগাতার প্রতিবাদ। অত্যন্ত অমানবিক ব্যবহার এবং গেরুয়া কুৎসা বর্ষণ করিয়াও তাঁহাদের হতোদ্যম করা যায়নি। নানাভাবে সাড়ে সাতশো কৃষক 'শহিদ' হওয়ার পরেও কৃষকরা গান্ধীজির পথই আঁকড়াইয়া ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, অহিংসা দিয়াই হিংসা ও শাসকের ছলনাকে জয় করিবেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ২৯ নভেম্বর আইন তিনটি প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে সরকার।

আইন তো প্রত্যাহার করা হইল। সেটি একটি ভালো দিক। কিন্তু তাহার জন্য লখিমপুর খেরির মতো বীভৎস ঘটনা তো চাপা পড়িয়া যাইতে পারে না। প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া জরুরি। এই দায়িত্ব সরকারের। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তের নাম আশিস মিশ্র। ৩ অক্টোবর প্রতিবাদী কৃষকের উপর দিয়া গাড়ি চালাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে চারজন মারা যান। অতঃপর এক সংঘর্ষে নিহত হন আরও চারজন। প্রথম থেকেই অভিযোগের আঙুল ওঠে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি এবং তাঁহার গুণধর পুত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিস সে-সব আমলা দেয়নি। ইউপি পুলিস সংবিধান ও আইনের পরিবর্তে বিজেপির কথায় চলে বলিয়া অভিযোগ। প্রকাশ্যে সংঘটিত কোনও ঘটনায় দোষীদের পক্ষে দায় এড়ানো দুঃসাধ্য। যেমন একগুচ্ছ ভাইরাল ভিডিও পরিষ্কার করিয়া দেয়'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি'। এতে সরকার এবং শাসক দলের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে সুবিধেই হইয়াছিল কৃষক এবং বিরোধীদের। আদালতের চক্ষু কর্ণ হৃদয়ও যথারীতি কার্যক্ষম। ফলে দেরিতে হইলেও মন্ত্রিপুত্রকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হয় পুলিস। ঘটনার ১১দিন পর আশিসকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় আরও কয়েকজনকে।

ঘটনার দায় এড়াবার যত চেষ্টাই করুন তথ্যের দুনিয়া বলিয়া দিয়াছে যে, ৩ অক্টোবরের 'ম্যাসাকার'-এর ক্ষেত্র প্রকারান্তরে তাঁহাদের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছিল। বিষয়টি চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা শেষমেশ ব্যর্থই হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই এই মামলার ফরেন্সিক রিপোর্ট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিষ্কার যে, মন্ত্রিপুত্রের বন্দুক থেকে সেদিন গুলিও চলিয়াছিল। প্রকাশ্যে আসা ওই রিপোর্টে পরিষ্কার যে, লখিমপুর খেরির বীভৎসতা নিছক কোনও 'দুর্ঘটনা' বা 'গাফিলতি' নয়। ঘটনাটি এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কৃষকদের এবং এক সাংবাদিককে ছক কষেই হত্যা করা হইয়াছিল। ঘটনাটিকে 'অনিচ্ছাকৃত খুন' হিসেবে লঘু করিয়া দেখার সুযোগ আর নাই। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হইলে অন্তত একটি ক্ষেত্রে রাজধর্ম পালনের নজির রাখিতে পারিবেন। লখিমপুর কাণ্ডকে মানুষ এক বিরাট কলঙ্ক হিসেবেই মনে রাখিবে।

ক্ষমতার জন্য বহু নীচে নামতে পারেন মোদী, দেশের অর্থনীতি করেছেন চুরমার', গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরে বলেছেন চিদাম্বরম

গুয়াহাটি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'ক্ষমতার জন্য বহু নীচে নামতে পারেন মোদী।' তিনি দেশের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।' গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রদত্ত ভাষণে এই কথাগুলি বলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি চিদাম্বরম।

গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে অসম প্রদেশ কংগ্রেস (এপিসিসি)-এর উদ্যোগে গতকাল ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় তিন দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। প্রশিক্ষণ শিবিরের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে জয়লাভ করতে নরেন্দ্র মোদী যে কোনও অপকর্ম করতে পারেন। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না।' চিদাম্বরম বলেন, গণতান্ত্রিক এই দেশ জনগণের জন্য এখন ভয়ংকর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূলধন।, বলেন চিদাম্বরম।

প্রাক্তন কেন্দ্রীড য় মন্ত্রী বলেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই স্পর্শকাতর ও জটিল যে, এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাবলি যথেষ্ট নয়।' আরও বলেন, 'বিজেপি সরকার দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে জনস্বার্থের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে।'

এদিকে আজকের অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেছেন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রিপুন বরা। তিনি জনজাগরণ অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেন, গ্রামেগঞ্জে বিজেপির মিথ্যাচার ও অপশাসন সম্পর্কে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করতে কংগ্রেস এই অভিযান শুরু করেছে। ইতিমধ্যে এর সফলতাও দল পাচ্ছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকে দেশে দারিদর্যসীমারেখার নীচে মানুষের সংখ্যা ছিল আট কোটি। কিন্তু ভয়ানক হারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে এতে আরও ১৫ কোটি মানুষের যোগ হয়েছে। মোদীর শাসনে মাথাপিছু আয় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেজায় হ্রাস পেয়েছে। রিপুন বলেন, 'মোদীকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করতে হলে আমাদের বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতেই হবে।'

বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষাই ভারতের লক্ষ্য, ঢাকায় বিজয় দিবসে বললেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স) : মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সুবর্ণ জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনে 'মহাবিজয়ের মহানায়ক' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আব্দুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমুখ।জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আদর্শে উন্নত, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা গড়তে দেশবাসীকে শপথ পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "প্রথম ৫০ বছরে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সুগভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এ বার সময় এসেছে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।" তিনি বলেন, "ভারত বরাবরই বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। আমাদের যতটুকু করা সম্ভব, বন্ধুত্ব অটুট রাখতে, আমরা তা করতে বদ্ধপরিকর।"

হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। আজ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের বিজয় দিবসে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি, শহিদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।"

সাহিত্যিকদের কি বিজ্ঞানী বলা চলে ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

যুগ যুগ ধরে চলে আসা সাহিত্যতত্ত্বেরভাববাদী ও যুক্তিবাদী ধারা কল্পনাশক্তি-কবিকল্পনা, রিয়ালিজম বা বাভভববাদী মতবাদ সুররিয়ালিজম, রোমান্টিসিজম, সেন্টিমেন্টালিজম, হিউম্যানিজম ইত্যাদি সাহিত্য-মতবাদে প্রবলভাবে উপস্থিত রয়েছে মনস্তত্ত্বের অন্তলীন স্রোত। অপরদিকে যুগে যুগে মনোবিদরা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ বোঝার জন্য নানা ধরনের গবেষণা করেছেন, করছেন। এসব গবেষণা বিজ্ঞাননির্ভর। তাই মনোবিজ্ঞান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আর মনস্তত্ত্বেরও রয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষিত বা মতবাদ নিউরোসায়ে, বিহেভিয়ারাল, হিউম্যানিস্টকং কগনিটিভ ও সাইকোডাইনামিক ইত্যাদি। এসব মতবাদের ওপর ভর করে আচরণ ও মনের নানা প্রসেস বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রের মনঃ বিশ্লেষণে এসব মতবাদ ব্যবহার করা যায় নানাভাবে।

ভাববাদী সাহিত্যতত্বের খোঁজ পাওয়া যায় প্লেটোর রচনায়। কবি ও সাহিত্যবোদ্ধাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে এসেছে ভাববাদী তত্ত্বকথা। অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদ আজও গুরুত্বপূর্ণ। "পোয়েটিকস" গ্রন্থ ট্র্যাজেডিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন তিনি : "একদিকে আছে Fable বা plot চরিত্র এবং চিন্তন অন্যদিকে আছে বাচন, সংগীত ও দৃশ্যসজ্জা।

অর্থাৎ একদিকে রয়েছে বিষয়বস্তু অন্যদিকে রয়েছে আঙ্গিক। বলা যায়, সাহিত্যের অ্যারিস্টটলের কাছে উত্তরসূরীদের ঋণ অনেক বেশি।"

একই গ্রন্থে শব্দ ও রূপক ব্যবহারের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন, 'দুটি অসম জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাবার বিরল প্রতিভা থাকে সার্থক রূপক-অষ্টার, এই গুণ ঠিক চেষ্টা করে আয়ত্ত করবার নয়' তিনি আরও বলেছেন, "রূপক ব্যবহারে যদি কেউ দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, চরম উৎকর্ষতা দেখা যাবে তার সৃষ্টিতে।"

দেখা যাচ্ছে প্লেটোর ভাববাদ বা ভাবনাতত্বের উদগীরণ অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদ-চিন্তন ও প্রতিভার নৈপুণ্য, রোমান্টিক যুগের কবিদের কল্পনাশক্তি, রবীন্দ্রনাথ কথিত মনের মিল-অনুভূতি-অনুভব, উপলব্ধির ভেতর থেকে গভীর সত্যকে উদঘাটন করার প্রণোদনা,প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাস্তববোধ ও জীবনবোধ সাহিত্য সৃজনে বড় ভূমিকা রাখে। ইংরেজিতে "ক্রিয়েটিভ" শব্দটি বেশ প্রচলিত। আমরা জানি, "ক্রিয়েট" থেকে এসেছে "ক্রিয়েটিভ"। ক্রিয়েট ক্রিয়াপদটির মানে হচ্ছে সৃস্টি করা; মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা মৌলিক সত্যের উন্মোচন করা; মৌলিক পথ নির্মাণ করে সামনের জটিল পথ সহজ করা। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে আরও কয়েকটি শব্দের রয়েছে যোগসূত্র। শব্দগুলো হচ্ছে প্রতিভা, মেধা, বুদ্ধি। প্রতিভাবানরাই সাধারণত হয়ে থাকেন মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত। প্রতিভার অন্তর্গত উপাদান হচ্ছে স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও ধারণা বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, যুক্তিপ্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। বলা যায়, প্রতিভাবানরাই সৃষ্টিশীল, সৃষ্টিশীলরাই প্রতিভাবান। প্রতিবার এমন মনঃ ক্রিয়া সাহাত্য মতবাদের কোথায় প্রভাব ফেলে? প্রশ্ন আসতে পারে মাথায়।

উত্তরে বলা যায়, ভাববাদীতের ভাবনাতত্বের প্রতিক্রিয়ায় রিয়ালিজম বা বাস্তববাদী মতবাদের উদ্ভব ঘটে। চরিত্র এবং ঘটনা অতিরঞ্জিত ও আদর্শায়িত না করে যথাযথ উপস্থাপনা এই মতবাদের সারকথা। তাহলে কি সাহিত্যে "কল্পনা"র মূল্য গুরুত্বহীন? আমরা লক্ষ্য করেছি, অ্যারিস্টটল স্বীকার বা পুনগঠন ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেছেন, প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে কল্পনাশক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা (কেবলমাত্র ইন্দরিয়ের মিলন না হয়ে মনের হয়ে ওঠে, সে-শক্তি হচ্ছেছে কল্পনাশক্তি।" অর্থাৎ স্মৃতি বা অভিভতানির্ভরতা কিংবা কেবলমাত্র অলৌকিক বিরাট কবিককনা ইত্যাদি বিতর্কের যেকোনো আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় এই কল্পনা হচ্ছে মনেরই শক্তি, মনেরই অঙ্গ,মনেরই বিপুল বিস্ফোরণ; বিস্ফোরিত শক্তির উদ্‌গীরণ।

মানসিক, মনস্তাত্তবিক কিংবা মনস্তত্ব ইত্যাদি শব্দগুলো এসেছে "মন" শব্দ থেকেই। আসলে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রোমান্টিক যুগের কবিকুল এবং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য আলোচনায় মনের বাইরে যেতে পারেননি, মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করেননি। মতভেদ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে, জোর গলায় তাই বলা যায়। সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের বাইরে কিছু নেই। পরিবেশ প্রকৃতিক ঘিরে সাহিত্যে নির্মিত হয়ে থাকে প্লট, চরিত্র, এই নির্মাণশৈলিতে এককার হয়ে যায় ভাবাবেগ, চিন্তন কিংবা সৃষ্টিশীলতার অন্তর্লীন শক্তি। কেউ যদি এ নিবন্ধটি পড়ে নতুন ভাবনায় আক্রান্ত হন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে উদ্যোগী হন, সেটাও হবে

মনঃশক্তির পরিচর্যা, মনঃশক্তির ব্যবহার। সুতরাং প্লেটোর ভাবনা, অ্যারিস্টটলের যুক্তি -চিন্তন, প্রতিভা, কবির কল্পনাশক্তি সবই সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত মনস্তত্বের প্রাণবসায়ন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই শক্তির মাধ্যমে মনেল মিলন বা মনস্তাত্বিক সংযোগের কথা বলেছেন। কবির এই অসীম কল্পনাশক্তি বায়বীয় কোনো বিষয় নয়। বরং এই কল্পনাশক্তি মনস্বত্ত্বেরই বিষয়-আশয়, অশেষ সৃজনক্ষমতার উৎস-উপাদান। উপন্যাস মানে জীবনচিত্র। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। উপন্যাসের পাতায় পাতায় উঠে আসে চরিত্রের জীবনযাপনের কাহিনি, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা, দ্বন্দ্বসংঘাত, রাগ-ক্রোধ, ঈর্ষা কিংবা প্রতিহিংসা। মনের এসব ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয় কথাসাহিত্যের চরিত্রদের বাইরের আচরন। প্রত্যক্ষণ অথবা চিন্তনের ত্রটি-বিচ্যুতি কিংবা পরিস্থিতি মূল্যায়নে ভুলভ্রান্তি নির্মাণ করে ব্যক্তির মনোজগতের অন্তর্নিহিত রূপ, গড়ে তোলে চারপাশের আবহ। মানবমনের অন্তর্জগৎ ও চারপাশের বহির্জগতের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গোপন যোগসূত্র। মনের জানালা সেই যোগাযোগ স্থাপন করে নেয়। এসব জানালা হচ্ছে পঞ্চইন্দয়- চোখ, নাক, কান, জিহা ও ত্বক। বহির্জগতের পরিবর্তন হলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তর্জগতে মানসিক প্রক্রিয়ায় বয়ে যায় বদলের হাওয়া। আবার অন্তর্জগতে ঝড় বইয়ে বহির্জগতের মানসিক প্রক্রিয়ায় বয়ে যায় বদলের হাওয়া। আবার অন্তর্জগতে ঝড় বইলে বহির্জগতের আবহও বদলে যায়, বদলে যায় অভিব্যক্তি। এই যোগসূত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে মনস্তাত্বিক সূত্র। মনঃবিশ্লেষণের মাধ্যমে সাহিত্যের ভেতর থেকে খুঁদে পাওয়া যায় মনোবৈজ্ঞানিক কলাকৌশল- প্রত্যক্ষণ, আবেগ, চিন্তা, বুদ্ধি, প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, কগনিশন (অবহিতি বা সচেতনবোধ), অন্তর্গত প্রেষণা বা ভেতরের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা-উৎসাহ-উদ্দীপনা, শিক্ষণ, বিশ্বাস, স্বপ্ন ইত্যাদি। এগুলোও মনের স্বাস্থের অংশ, মনঃক্রয়া বা মনের অন্তর্লীন উপাদান। এছাড়াও রয়েছে সচেতন উপলব্ধি (কনশাস ওয়ার্ল্ড), ব্যক্তিত্ব, চেতন-প্রাকচেতন-অবচেতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এসব উপাদান মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে নিউরোসায়েন্স মতবাদ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষের মন ও আচরণ বিশ্লেষণে। নিউরোসায়েন্স-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত আচরণেণ বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক কারণ খোলসা করা হয়েছে। ব্রেনের দুই গোলার্ধ আলাদাভাবে কাজ করে—এই গবেষণার জন্য ১৯৮১ সালে নোবেল প্রাইজ জয় করেয়েন রোজার স্পেরি। দৃশ্যমান আচরণকে গুরুত্ব দিয়েছে বিহেবিরায়াল পারস্পেকটিভ (আইভান প্যাভলভ, ১৯২৭) এডওয়ার্ড থর্নডিক, জন বি ওয়াটসন)। হিউম্যানিস্টিক মতবাদে (আব্রাহাম মাসলো, ১৯৫৪; কার্ল রোজার্স, ১৯৬১) বলা হয়েছে, মানুষ তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, নিজের সুপ্ত প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে। সমসাময়িককালে মনো চিকিৎসাবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হচ্ছে কগনিটিভ ওয়ার্ড-- নিজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এবং চারপাশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ নিয়ে মানুষ কী চিন্তা করেছে, সচেতনভাবে কী উপলব্ধি করেছে তাই কয়েছে মুখ্য কগনিটিভ মতবাদে।এ সময়ের একজন মনোবিদ্র মনোচিকিৎসক হিসেবে মনে করি, কগনিটিভ মনোজগতের যথাযথ ব্যবহার বিশ্বসাহিত্যকে ভবিষ্যতে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে। কারণ কগনিটিভ মনঃ ক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করা হয় কনশাস বা মনের সচেতন অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি-অনুভব, উপলব, আকাঙক্ষা, স্মৃতি ইত্যাদি নিয়ে। মানুষের ভিতরের অনুভব বা অন্তর্গত অন্ধকারকে বাস্তবতা ও সত্যের এই মতবাদের প্রধান কাজ। এটির প্রধান গবেষক মনোবিদ অ্যারন টি বেক। বেকের গবেষণার সাফল্য হিসেবে ১৯৬৭ সালে মনোচিকিৎসাবিদ্যায় বিষয়টি উঠে আসে লাইমলাইটে। রবীন্দ্রনাথের সময়কালে বিষয়টির গুরুত্ব আবিষ্কৃত হয়নি মনস্তত্ত্বে। কগনিটিভ বা কগনিশন বা অবহিতি শব্দটি ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে বিস্ময়করভাবে শব্দটির অর্থবহতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্র চিন্তা- ভাবনা, উপলব্ধি ও সচেতন মনের ধীন্দ্রজালিক অনুভব। "সমাপ্তি" গল্পে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব চরিত্রের মাধ্যমে পাড়াবেড়ানি মৃন্ময়ীকে বাস্তবতার আলোকে জাগিয়ে তোলেন নতুনরূপে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই বর্তমান সময়ের সফল মনোচিকিৎসা-কৌশল, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি তার সময়কালেই ব্যবহার করে নিজেকে স্বভাবগত বিজ্ঞানী হিসেবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানী বলার এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এ ধরনের আরও অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যিক কর্মযজ্ঞে। আচরণ সৃষ্টিতে অবচেতনের অন্তর্গত শক্তির কথা বলা হয়েছে সাইকোডাইনামিক মতবাদে (সিগমুন্ড ক্রয়েড, ১৮৫৬-১৯৩১)। অন্তর্গত এই গোপন শক্তিতে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তুলে ধরা হয়েছে এমন ধারণা। মতবাদটি নানাভাবে আলোচিত, সমালোচিত। মার্কিন মুল্লুকে মনোবিজ্ঞান সমিতির বিবেচনায় এর কোনো স্থান না থাকলেও সাহিত্যসেবীদের অধিকতর ত্ত মনোযোগ আকর্ষণত্ত করেছে ক্রয়েডীয় তত্ব, নিউফ্রয়েডিয়ান মতবাদ। পুরো বিংশ শতাব্দী প্রভাব ধ্রুবতারার মতো উজল। ফ্রয়েডের মতে, মানবমনের সহজাত প্রবৃত্তি ইনস্টিক্ট) হচ্ছে জীবনপ্রবৃত্তি (ইরোস) ও মরণপ্রবৃত্তি (থেনাটোস)। ইরোস-এর আড়ালে আছে দেহভোগ বা দেহ তৃপ্তির গোপন তাড়না। মানুষের সব ধরনের আচরণের শেকড় গেড়ে আছে ইরোসের মূলে; যৌনতৃপ্তিই সেই শেকড়ের অন্যতম চাহিদা। কিন্তু বিতর্ক আছে। মানুষ এমন অনেক আচরণ করে যার সঙ্গে দেহতৃপ্তির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ফ্রয়েড যুক্তি দেখিয়ে বলেন, দুই ধরনের বিধিনিষেধের কারণে দেহতৃপ্তির আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ দেরি হয়, অথবা ভিন্ন বা পরিবর্তিত অন্যপথে লালিত গোপন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। বিধিনিষেধের একটি হচ্ছে বাস্তবতা— 'রিয়েলিটি', অন্যটি হচ্ছে নৈতিকতা—'মোরালিটি'। আত্মধ্বংসী প্রবৃত্তির সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, সংঘাত ভাঁধে। এ কারণে ধ্বংসাত্মক তাড়নার প্রকাশ ঘটে অন্যেত প্রতি সহিংস আচরণ বা অ্যাগ্রেশনের মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েডের মতামত পরবর্তী সময়ে সবাই একশত ভাগ মেনে নেননি। রিপেক্ষ পাঠকের মেনে নেওয়ার প্রয়োজনও নেই।

এ বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে। হেনরি মুরে এবং আব্রাহাম মাসলো মনে করেন, সব মোটিভ শারীরবৃত্তীয় চাহিদানির্ভয় নয়। কিছু কিছু মোটিভ অর্জিত হয় সামাজিক মিথাস্ক্রিয়ায়। মানুষেণ চাহিদাকে সাতটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করেছেন মাসলো---ধাপে ধাপে সাজিয়েছেন চাহিদগুলো। সর্বনিম্ন চাহিদা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় চাহিদা এবং সবার উপরে আছে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির চাহিদা। বিশ্লেষকদের মতে, ফ্রয়েডীয় মতামতের পাশাপাশি এই মতবাদ বিশ্বসাহিত্যকে প্রভাবিত করলেও সাহিত্যতত্তের সুররিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ প্রাধান্য দিয়েছে একসমপ্রতা বা অভিন্নতাকেত্ত যে অভিন্নতা গড়ে উঠেছে সংজ্ঞান ও অবচেতন মনের ভরকে কেন্দ্র করে। সুররিয়ালিজমে ফ্রয়েডের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে অবচেতন মনের রহস্য উদঘাটনের কৌশল, হেগেলের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে দ্বনসমন্বয়ের সংস্কার এবং মার্কসের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করেছে দান্দিক বাস্তবতার আবেগ। প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায়ও প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সুররিয়ালিজম। এ তত্ত্বে চেতন-অবচেতনের সব মনঃক্রিয়া একাকার হয়ে যায়। ফ্রয়েডের সজ্ঞান ও অবচেতন মনের স্তর, হেগেলের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের সংস্কার এবং দান্দ্বিক বাস্তবতার আবেগ, জীবননান্দ দাসের কাব্যধ্বনি সর্বত্রই রয়েছে মনস্তত্ত্বের নিপুল কারুকাজ, মনঃশক্তির উদ্‌গীরণ। রোমান্টিসিজম সেন্টিমেন্টালিজম, ইউম্যানিজম ইত্যাদি সাহিত্য-মতবাদেও উপস্থিত রয়েছে মনস্তত্ত্বের অন্তর্লীল অনুরণন। রোমান্টিসিজমের প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে রোমাঞ্চ ও রোমান্সের মতো স্বতঃস্ফূর্ত মনস্তাত্বিক বিষয়—উত্তেজনা, ভয় বা বিস্ময়ে গায়ে কাঁটা দেওয়া, শিহরণ, পুলক, কিংবা উগ্র বা অস্বাভাবিক প্রেম কাহিনি, যে কোনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপার, অলীক কল্পনায় রং মাখানো বর্ণনা, রোমান্টিক মানসিকতা ইত্যাদি। নিউরোসায়েন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে রোমাঞ্চ কিংবা রোমান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রেনের জৈব রাসায়নিক পদার্থেণ রহস্যময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এই বিমূর্ত প্রতিক্রিয়াগুলো মূর্ত হয়ে ধরা দেয় আচরণে। একজন নিপুণ কথাশিল্পী শৈল্পিক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে পারেন অন্তর্গত সেই সত্যের বাস্তবরূপ। আর আদর্শ ও নীতিবোধ নিয়ে অতিরিক্ত আবেগের প্রকাশ দেখা যায় সেন্টিমেন্টালিজমে। এই আবেগ হচ্ছে মনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা উপাদান। এই উপাদন অন্তর্গত প্রেষণা ও চিন্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে জাগিয়ে তোলে সাহিত্য সৃষ্টির গতিময় ধারা। যথাযথভাবে মন জোগানো সম্ভব না হলে মনঃসংযোগ তৈরি হয় না, মন জাগে না। মন জোগানো সম্ভব হলে ভাবনাতত্ত্ব বা চিন্তনে টান লাগে, জটিল গিঁট খুলে খুলে তখন জেগে ওঠে মন। আবেগ বা চিন্তনের যেকোনো একটি মনঃক্রিয়া নাড়া খেলে আলোড়িত হয় অন্যটিও, পৃথকভাবে মন জেগে ওঠার সুযোগনেই মনত্তক, সাহিত্যসৃজনে। মন জাগাতে হলে জোগাতেও হবে মন, মনের খোরাক। মনের নানা ধরনের খোরাকের মধ্যে আবেগ হচ্ছে অন্তলীন এক বিশেষ উপাদান বা মনঃক্রিয়া। কেবলমাত্র সেন্টিমেন্টালিজমে নয়, অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত আলোচিত সব ধরনের সাহিত্য-মতবাদে সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্মাণে আবেগের রয়েছে দৌর্দণ্ডপ্রতাপ।

আবেগ আলাদা রেখে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। একথা বিশ্বাস করে গেছেন বহু শক্তিমান সাহিত্যিক। কোনো মতবাদে সুনির্দিষ্ট বিশেষ মনঃক্রিয়া প্রাধান্য পেলেও সাহিত্যসৃষ্টি কিংবা মূল্যায়নে কখনো আবেগের স্থানচ্যুতি ঘটেনি কোথাও। ভাববাদ কিংবা যুক্তিবাদ, যাই বলি না কেন সর্বত্রই চিন্তো ভাবনা সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের কারণে সাহিত্যের মূল প্যাটফর্মে রয়েছে আবেগর উজ্জ্বল উপস্থিতি। আবেগের শ্রেণিবিন্যাসের একটি ধারায় রয়েছে ইতিবাচক আবেগ যেমন ইত্যাদি। আর রয়েছে নেতিবাচক আবেগ, যেমন- রাগ, বিরক্তি, দুঃখ-কষ্ট, ভয়, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি। "সস্তা আবেগ" বলে কোনো শব্দ নেই বিজ্ঞানে, সাহিত্যেও নেই। অথচ কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচক "সস্তা" শব্দটি ব্যহহার করে আবেগের মূল্যকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করেন। তবে লেখকের রচনায় আবেগ প্রকাশের ধরনটি হতে পারে সহজ; এটা বোঝাতে "সস্তা" শব্দটির প্রয়োগ অযথার্থ হবে না। কিন্তু মানবীয় কোনো আবেগই "সস্তা" হতে পারে না। আসলে শব্দটি ব্যবহার করে তারা প্রকাশ করে থাকেন আবেগ-বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতা। সাহিত্যের কাঠামো বা আঙ্গিক, ভাষা, সংলাপ, বর্ণনা ভঙ্গ বা প্রকাশ মাধ্যম, রূপক- উপমা, ক্রিয়াপদের কালরূপ ব্যবহার, মনসতাত্বিক ও দর্শনতত্বের উদঘাটন বা বিষয়-বৈচিত্রের গভীরে প্রবেশ না করে সাহিত্য- আলোচনায় ভাবোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়ে কোনো কোনো সমালোচক ব্র্যান্ডেড সাহিত্যিক কিংবা ঘনিষ্ট লেখকের সৃষ্টিকে মূল্যায়ন করেন চমৎকৃত শব্দচয়নের মাধ্যমে। এই ভাবোচ্ছ্বাসের সময় সাধারণত ইতিবাচক আবেগে আক্রান্ত হয়ে আলোচনার নামে শুধুমাত্র গুণকীর্তন কিংবা প্রশংসায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন তারা। এখানেও সমালোচকের আবেগের দোষ নেই। বলা যায়, এটি সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা। এটাকে মোটেও সুস্থ সাহিত্য-সমালোচনা বলা যায় না। অপরিচিত বা অপছন্দনীয় কোনো লেখকের সাহিত্যকর্মের আলোচনায় নেতিবাচক আবেগ ও চিন্তায় আক্রান্ত করেন অনেক সমালোচক। এটাও সমালোচনা সাহিত্যের নেতিবাচক দিক। মূলত সমালোচনা-সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সবধনের কলাকৌশল, কলকব্জা লেখকদের চেয়েও বেশি জানতে হবে সমালোচতদের হতে হবে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ। শক্তিমান সমালোচকরাই খুঁজে পান সৃষ্টিশীল সাহিত্য, সৃজনশীল কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সাহিত্যতত্ত্বের মতবাদ হিউম্যানিজমে মানুষ তার কর্মময় জীবন ধর্ম এসবের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। জীবনের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে মনোবিজ্ঞানের কলকব্জা। জীবনের সেই কলকব্জা খুলে খুলে, কিংবা মৌলিকভাবে লেখক নির্মাণ করেন অবিস্মরণীয় সহ চরিত্র। কালকব্জী সাহিত্যে সেই চরিত্ররা যুগ থেকে যুগে প্রভাবিত করে আসছেন চলমান, সাহিত্যধারা, জীবনবোধ। তাই বলা যায় কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকরা সৃজনশীল। তাঁরা জীবনে চিত্র খুঁড়ে খুঁজে, বিশ্লেষণ করে, শব্দের বুনোটে প্রতিধিম্বিত করতে পারনে নতুন জীবন। শব্দ-বুনোটে স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বভাবজাত গুণাবালীর কারণে তাঁরা ব্যবহার করেন প্রতিভা-কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি,, সৃজনশীলতা, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও ধারণা বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, যুক্তিপ্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা চিন্তনশক্তি, আবেগ, প্রত্যক্ষণ, সচেতনবোধ বা কগনিশন, অন্তর্গত প্রেষণা বা ভেতরের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা-উৎসাহ -উদ্দীপনা ও শিক্ষণ- মনের স্বাস্থ্যের এসব কলকব্জা। এভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায় মসৃদ্ধ জীবনঘনিষ্ঠ মৌলিক সাহিত্যসম্ভার। বাঙনাময় উপস্থাপনার মাধ্যমে সৃজনশীল মেধার স্ফূরণ ঘটে-সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পকর্মের বিস্তৃতি এভাবেই ঘটে চলেছে সমকালে। ঘটতে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তর। তাই, আলোচ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, কবি গল্পকার ঔপন্যাসিকগণ কেবল সৃজনশীলই নয়, তাঁরা এক ধরনের বিজ্ঞানীও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'র কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব।

সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় যীশুখ্রীষ্ট শীর্ষক আলোচনা সভা

বোলপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি অগাধ আস্থা থাকলেও রবীন্দ্র সাহিত্য এবং কর্মে বুদ্ধদেব ও যিশুখ্রিস্টের প্রভাব অনেক বেশি করে দেখা যায়। তাঁদের বাণী এবং মানবপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে, ক্রিসমাসের আগে রবীন্দ্রনাথের উপর যিশু খ্রীস্টের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এমনই উপলব্ধির কথা বললেন সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রেভারেন্ড ফাদার জন ফেলিক্স রাজ। বৃহস্পতিবার দুপুরে শান্তিনিকেতনে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস ‘‘পরশমণি’’তে ‘‘রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় যীশুখ্রীষ্ট’’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অংশ নেন তিনি। তিনি তার ভাষণে স্মরণ করেন যে ১৮৭৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স -এর ছাত্র হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও ১০ মাসের বেশি তিনি সেখানে পড়াশোনা চালিয়ে যাননি। তবে তৎকালীন অধ্যক্ষের প্রভাব তার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ছিল, যা তাঁর লেখায় বহুবার উঠে এসেছে। উপাচার্য অধ্যাপক রেভারেন্ড ফাদার জন ফেলিক্স রাজ বলেন, “সম্ভবত সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর যিশুখ্রিস্টের একটা প্রভাব পড়েছিল যা পরবর্তী সময়ে বহু লেখায় তার ছাপ পড়েছে।” এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির বিভিন্ন রচনা, ‘‘শিশুতীর্থ’’ ও ‘‘মানবপুত্র’’ কবিতার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘‘যিশুখ্রীস্টের জন্ম এবং তিরোধানের বিষয় নিয়েই এই দুটি কবিতা। কিন্তু এতে করে যিশুখ্রিস্টের প্রতি তার যে অগাধ শ্রদ্ধা সেটা প্রস্ফুটিত হয়েছে। এমনকি শান্তিনিকেতনে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন খ্রীষ্ট-উৎসব হিসেবে পালিত হয়, সেখানেও তিনি জার্নি অফম্যাজাই - এর অনুবাদ করে তীর্থযাত্রী রচনা করেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজিকে লেখা বেশ কিছু চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ তার উপর বুদ্ধদেব এবং যিশুখ্রীস্টের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন।”

এদিন উপাচার্য ফেলিক্স বলেন, “আমরা আশ্চর্যজনকভাবে দেখি ঈশ্বরকে যীশু খ্রীস্ট পিতা বলে সম্বোধন করেছেন, যা তাঁর শিষ্যরাও বলে থাকেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বরকে পরমপিতা, প্রভু এভাবেই উল্লেখ করেছেন। দুজনের ভাবধারাতে আমরা ঈশ্বরকে পরম করুনাময় এবং দাতা হিসেবেও দেখতে পাই। আমরা যদি রবীন্দ্র সাহিত্য পর্যালোচনা করি তাহলেও আমরা দেখতে পাই যে যীশু খ্রীষ্ট এবং বাইবেলের বিভিন্ন কথা রবীন্দ্রনাথের লেখা অদ্ভুত ভাবে ধরা দিয়েছে।” এদিন রেভারেন্ড ফাদার জন ফেলিক্স রাজ বলেন, ‘‘ক্রিস্টমাসের আগে শান্তিনিকেতনের মতো একটি জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ও যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে আলোচনার, এর থেকে ভালো বিষয় আর হতে পারে না।” এদিনের অনুষ্ঠানে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর বহু অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, পড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন।

পিকনিকের মরশুমে, বুদবুদের রনডিহা জলাধারে মাঝিদের দেওয়া হল লাইফ জ্যাকেট

দুর্গাপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনাকাল কাটিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে দেশ। পিকনিকের মরশুম শুরু হতেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন জলাধার, পার্কে। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষার্থে বুদবুদের রনডিহা জলাধার সংলগ্ন পিকনিক স্পট সাজাতে উদ্যোগ নিল গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতি। পর্যটকদের সুরক্ষা ও দুর্ঘটনা ঠেকাতে বৃহস্পতিবার রনডিহায় সেচ দেফতরের বাংলোতে হল প্রসাশনিক বৈঠক। নদীতে নৌকা বিহারের সুরক্ষায় দেওয়া হল লাইফ জ্যাকেট। উল্লেখ্য ১৯২৭ সালে রনডিহা জলাধারটি তৈরী হয়। আশপাশের রনডিহা, চাঁকতেতুল, বনগ্রাম, ফতেপুর, গোমহল প্রভৃতি এলাকার। চাষের সুবিধার্থে তৈরী হয়। দামোদরে জলাধারের উত্তর প্রান্তে রয়েছে রনডিহা ও অপর প্রান্তে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা। জলাধারে জলে প্রায় নির্ভরশীল প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর কৃষিজমি। বেহাল রাস্তা ও সৌন্দযায়নের অভাবে ওই জলাধারে পিকনিকের মরশুমে পর্যটকরা মুখ ফিরিয়েছে। বছর তিনেক আগে দীঘার আদলে রনডিহা জলাধারকে ঘিরে ঢেলে সাজানোর ঘোষনা করেছিল রাজ্য পর্যটন দফতর ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি। জলাধার সংলগ্ন সেচদফতরের প্রায় ২০০ একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সেচ দফতরের বাংলো ও অফিস। জলাধার এলাকার প্রকৃতির মনোরম পরিবেশই হাতছানি দেয়। রয়েছে সরকারি অতিথীশালা। এছাড়াও জানা গেছে, দামোদর নদের পাড়ে পর্যটনকেন্দ্র সাজাতে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী জলাধার সংলগ্ন শিশু উদ্যান, কটেজ, বোটিং ও প্যারাগ্লাইডিং ব্যাবস্থা করা, আধুনিক মানের পরিকাঠামো উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং প্রায় ১১ একর জমির ওপর সবুজায়ন ও উদ্যান প্রথম পর্যায়ে করার উল্লেখ ছিল। এছাড়াও জলাধারের পাশে ছোট পুকুর রয়েছে সেখানে রঙীন মাছ চাষের ব্যাবস্থা করার পাশাপাশি ছোটো ছোটো কটেজ, কৃত্রিম ঝর্ণা তৈরী করে সৌন্দর্যায়ন করাও ছিল প্রকল্পে। যদিও সেসব এখন বিশ বাঁও জলে। লাল ফিতের ফাঁসে আটকে রনডিহা জলাধারকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্রের কাজ। গত দুবছর সারা বিশ্ব মারণ রোগ করোনার থাবায় সিটিয়ে। সম্প্রতি টিকা আবিস্কার ও তার প্রয়োগ চলছে জোর কদমে। ক্রমশ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দেশ। লকডাউনে গৃহবন্দি মানুষ পর্যটনে যাওয়ার উৎসাহ শুরু হয়েছে। গত একমাস ধরে শীত পড়েছে। কনকনে ঠান্ডায় তারিয়ে উপভোগ করতে জলাধার পার্কে ভিড় জমছে। সেরকমই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে রনডিহা জলাধারে। সেখানের সুস্থ স্বাভাবিক মনোরম পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগী হল গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতি। বৃহস্পতিবার পর্যটকদের সুরক্ষা ব্যাবস্থায় সেচ দফতরের অতিথীশালায় প্রশাসনিক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন গলসী-১ নং বিডিও দেবলিনা দাস, গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জী। চাকতেঁতুল পঞ্চায়েত প্রধান অশোক ভট্টাচার্য ও বুদবুদ থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, রনডিহা জলাধারে স্নান করতে নেমে কখনও স্রোতের কাছে নিজস্বী তুলতে গিয়ে জলে তলিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। সেসব দুর্ঘটনা ঠেকাতে একগুচ্ছ কড়া নজরদারির ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে। চাকতেঁতুল পঞ্চায়েত প্রধান অশোক ভট্টাচার্য জানান,’ পরিস্কার করা হবে পিকনিক স্পট। পানীয় জল, আলো ও গাড়ী পার্কিংয়ের ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। শৌচালয়গুলি পরিস্কার ও নতুন কিছু শৌচালয় তৈরী করা হবে। গোটা জলাধর চত্বর প্ল্যাটিক ও থার্মোকল ব্যাবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সিভিল ডিফেন্স মোতায়ন থাকবে।’ পর্যটকদের নৌকাবিহারে একাধিক নৌকা রয়েছে। তার সুরক্ষা ব্যাবস্থা প্রসঙ্গে গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান,’ ১০ টি লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে নদীতে সর্বক্ষন নজরদারি থাকবে।

কাটিগড়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে অপহরণের চেষ্টা, বুদ্ধিবলে দুষ্কৃতীদের খপ্পর থেকে পালিয়ে রক্ষা পেল অভিষেক, থানায় এফআইআর

কাটিগড়া (অসম), ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণের চেষ্টা। অল্পের জন্য অপহরণকারীদের খপ্পর থেকে পালিয়ে রক্ষা পেল ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুল ছাত্র অভিষেক দাস। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল কাতিরাইল অম্বিকাচরণ হাইস্কুল থেকে ফেরার পথে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র কাতিরাইলের বাসিন্দা অনুপম দাসের পুত্র অভিষেক দাসকে তার পাশের বাড়ির দুই ছেলের পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে ডাকে মাস্ক পরিহিত দুই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেলে সুযোগ বুঝে ওই দুই যুবক অভিষেক দাসের মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বলপূর্বক বাইকে উঠিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইক স্টার্ট দেয়। কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বাইক থেকে লাফিয়ে পড়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে ওই নাবালক। ঠিক ওই সময় অভিষেকের চিৎকার শুনে পাশ দিয়ে যাওয়া দুই ট্রাক চালক এগিয়ে এলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা। এদিকে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে কাটিগড়া থানায় একটি এফআইআর দাখিল করেছেন অভিষেকের বাবা অনুপম দাস। স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিমাংশু শেখর চক্রবর্তী আজ অভিষেকের মুখে সবিস্তারে ঘটনার বিষয় জানতে পেরে উদ্বেগ প্রকাশ করে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাটিগড়ার ওসি নবকুমার শইকিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছাত্র অপহরণের মতো উদ্বেগজনক খবর চাউর হতেই সমগ্র কাটিগড়ার অভিভাবক মহলে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কড়া নিরাপত্তায় মুড়ছে রবিবারের কলকাতা, ঘুঁটি সাজাচ্ছে লালবাজার

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স) : হাতে আর মাত্র তিনদিন। আগামী রবিবারেই কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে পুরভোট। সেই ভোট ঘিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন কলকাতা পুলিশের প্রায় আঠারো হাজার এবং রাজ্য পুলিশের পাঁচ হাজার সদস্য। আগামীকাল শুক্রবার থেকেই শহরে মোতায়েন করা হবে ওই পুলিশকর্মীদের। সে দিনই বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। লালবাজার সূত্রের খবর, কলকাতার ১৪৪ ওয়ার্ডে মোট ৯টি ডিভিশনে ২৫টি নাকা পয়েন্ট করা হবে। সেখান থেকে চলবে নাকা তল্লাশি। ভোট চলাকালীন যাতে কোনও গোলমাল না হয় নজর রাখা হবে সেদিকে।

ইস্ট সাউথ ডিভিশন, নর্থ ডিভিশন, সাউথ ডিভিশন, সেন্ট্রাল ডিভিশন, সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন, সাউথ সাব-আরবান ডিভিশন, ইস্ট ডিভিশন, পোর্ট ডিভিশন এবং সাউথ ইস্ট ডিভিশনে নাকা পয়েন্ট করা হবে। এছাড়া হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সবকটি বুথে বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা। এছাড়া কমিশনের তরফে কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি ভ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ৭৮টি কিউআরটি ভ্যান থাকবে। রাখা হবে ১৮টি বিশেষ কিউআরটি ভ্যানও। দু'টি বুথ-পিছু এক জন করে এএসআই থাকবেন। এ ছাড়াও কিছু বুথে সার্জেন্ট বা এসআই থাকবেন। যে সব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ছ'টির বেশি বুথ রয়েছে, সেখানকার দায়িত্ব অবশ্য থাকছে এক জন ইনস্পেক্টরের হাতে। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ১৬৫৬টি। মোট বুথ ৪৯৫৯টি। লালবাজার সূত্রের খবর, একটিই বুথ রয়েছে, এমন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৩৪টি। দু'টি বুথ রয়েছে, এমন কেন্দ্র ৪৭৪টি এবং ১০-এর বেশি বুথ রয়েছে, এমন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র শহরে ১১টি। এবার সব চেয়ে বেশি বুথ থাকছে হরিদেবপুর থানা এলাকায়। সেখানে মোট বুথ ১৮৯টি। এর পরেই রয়েছে পর্ণশ্রী থানা এলাকা। সেখানে বুথের সংখ্যা ১৭৮টি।

বাহিনীর সদস্যেরা নিজেদের এলাকায় ভোটের আগের দিন শনিবার থেকেই টহল দিতে শুরু করবেন।

ডেউচা পাঁচামিতে কয়লা খনির প্রতিবাদে ১৮ ডিসেম্বর জমায়েতের ডাক বাইক মিছিলে

বোলপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ডেউচা পাঁচামিতে কয়লা খনির প্রতিবাদে আদিবাসীদের একাংশ বাইক মিছিল করল। বৃহস্পতিবার ডেউচা পাঁচামি আদিবাসী জনজাতি ভূমি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আগামী ১৮তারিখ জমায়েত এর ডাক দেওয়া হয় বাইক মিছিল থেকে।

আগামী ১৮ ডিসেম্বর অর্থ্যাৎ শনিবার ডাকা সভার প্রচারের জন্যই এদিন দেউচা-পাঁচামী প্রস্তাবিত কয়লা খনির এলাকার হাটগাছা, হরিনশিঙা, দেওয়ানগঞ্জ, চান্দা, নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি মৌজার পঁচিশ-তিরিশ গ্রামে ঘুরেছে এলাকার আদিবাসী যুবকদের বাইক মিছিল। সেই মিছিল থেকেই গ্রামের পর গ্রামে বিলি করা হয়েছে ছাপানো হ্যান্ডবিল। আহ্বান জানানো হয়েছে শনিবারের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। শনিবার দেওয়ানগঞ্জের মাঠে হবে সভা। কয়লা খনি নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে ধরেই এই সভা ডেকেছে ডেউচা পাঁচামি আদিবাসী জনজাতি ভূমিরক্ষা কমিটি। সেই সভায় অন্যান্য নানা সংগঠনের সাথে সেভ ডেমোক্র্যাসী ফোরামও সামিল হওয়ার ঘোষনা করেছে।

ভূমিরক্ষা কমিটির নামে ছাপানো হ্যান্ডিবিলে কি উল্লেখ করা হয়েছে, ‘দয়া নয়, অধিকার চাই, কয়লা খনি নয়, আদিবাসী সংস্কৃতি-জঙ্গল-জন জীবনের উন্নয়ন চাই।’

হ্যান্ডবিলে আরও লেখা হয়েছে, ‘যেখানে যেখানে কয়লা খনি হয়েছে সেখানে মানুষ ধ্বংস ছাড়া আর কি পেয়েছে ? এমন কোন খনি-খাদান এলাকা আছে যেখানকার শিশুরা লেখাপড়া শিখেছে, স্বাস্থ্যবান শরীর পেয়েছে, সন্মানের সাথে কাজ পেয়েছে, চিকিৎসা পেয়েছে, মেয়েরা নিরাপত্তা পেয়েছে, ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে ? বরং জুটেছে ২০০-৩০০ টাকার রোজে অনিশ্চিত কাজ আর সিলিকোসিস রোগ। তাই এই লড়াই শুধু আদিবাসীদের নয়। এ লড়াই আদিবাসী,গরিব হিন্দু মুসলমান, দলিত সহ গতরে খাটা সব মানুষের।’ এমনই আওয়াজ তুলে কয়লা খনির প্রতিবাদে শনিবার সকলকে দেওয়ানগঞ্জের মাঠে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছে ভূমিরক্ষা কমিটির। কমিটির তরফে সুনীল মুর্মু বলেছেন, ‘‘আমরা গ্রামে গ্রামে বসে কয়লা খনি নিয়ে মানুষের মতামত নিয়েছে। তাতে উঠে এসেছে কেউ কয়লা খনি চায় না। মানুষের সেই মত জানানোর জন্যই এদিন আমরা এলাকার গ্রামে গ্রামে হ্যান্ডবিল দিয়েছি।

শনিবার সভায় আসার আহ্বান জানিয়েছি সব স্তরের মানুষকে।’’

ঝাড়গ্রাম ব্লক ও সাঁকরাইল ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জঙ্গলমহল উৎসব

ঝাড়গ্রাম, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্য স্তরীয় জঙ্গলমহল উৎসব শুরু হওয়ার আগেই ব্লক স্তরীয় জঙ্গলমহল উৎসব শুরু হয়ে গেল। একদিনের এই জঙ্গলমহল উৎসব থেকে শুরু হয়ে গেল উৎসবের আমেজ। বৃস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লক ও সাঁকরাইল ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যেগে এই জঙ্গলমহল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের এই উৎসবে আদিবাসী নৃত্যের প্রতিযোগিতা হয়। আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির বর্ণময় নৃত্যের প্রতিযোগিতার আসর ঘিরে উৎসব চত্বরে দারুন উৎসাহ তৈরী হয়েছিল। এদিন ঝাড়গ্রাম ব্লকের জঙ্গলমহল উৎসবের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সরেন। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শিব শঙ্কর সরেন, ঝাড়্গাম ব্লকের যুগ্ম বিডিও সহ বিশিষ্ট মানুষজনেরা। ঝাড়্গাম ব্লকের জঙ্গলমহল উৎসবে এদিন ২২ টি টিম অংশ গ্রহন করেছিলেন। অন্যদিকে সাঁকরাইল ব্লকের জঙ্গলমহল উৎসবের উদ্বোধন করেন গোপীবল্লভপুরের চিকিৎসক বিধায়ক খগেন্দ্র নাথ মাহাত। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস, এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন ও সাঁকরাইল ব্লকের পঞ্চায়েতে সমিতির সদস্যরা। পঞ্চায়েত সমিতি সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সাঁওতলি, ঝুমুর গান সহ বিভিন্ন গান, নৃত্যের প্রতিযোগাতা হয়। এদিন অনুষ্ঠান শেষে প্রথম দ্বিতীয় দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

নানুরে বালি বোঝাই ট্রাক্টর চাকায় পৃষ্ট স্কুল পড়ুয়া, উত্তেজনা এলকায়

নানুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বালি বোঝাই ট্রাক্টর ও টোটোর মুখামুখি সংর্ঘষ জেরে দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক স্কুল পড়ুয়ার। নাম বাহাদুর মেটে (১৯) স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে বাহীরি হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠরত পড়ুয়া। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য ,এদিন ওই স্কুল পড়ুয়রা টোটো চরে স্কুল টেস্ট পরিক্ষা দিতে যাচ্ছিল। এই সময় ,নানুর থানার অন্তগর্ত রামকৃষ্ণ পুর গ্রামের পুরাতন ডাঙাপারা রোড়ের কাছে বেপোরয়া ভাবে বালি বোঝাই ট্রাক্টর এসে টোটো কে ধাক্কা মারে , আর টোটো সহ চালক মাঠের মধ্য পরে। আর ওই স্কুল পড়ুয়াকে পিষে দেয় বালি বোঝাই ট্রাক্টর। স্থানীয়রা আরও জানান যে, পুরাতন ডাঙা পারা কাছে অজয় নদী রয়ছে সেই বালির চর থেকে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করা হয় ,আর দিনের পর দিন বেপরোয়া ভাবে যাতায়াত করে বালি বোঝায় ট্রাক্টর গুলো। এর ফলে ছোটোবড় দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। বাড়ির গবাদি পশু এ ছাগল মরতে থাকে। বলতে গেলে বালি মাফিয়ারা হুমকি দিতে থাকে সাধারণ মানুষকে। তবে এই ঘটনার পর প্রায় ৫-৬ টি বালি বোঝায় ও খালি ট্রাক্টর আটক করে রাখে স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা। যে ট্রাক্টর এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে সে চম্পট দিয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। মৃত কিশোরকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসা হচ্ছিল কিন্তু গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে মৃত্যু হয় এরপর নানুর থানাতে নিয়ে যাওয়া হয় দেহটি।

হাফলঙে এক অটোচালকের বদৌলতে মানব পাচারচক্রের হাত থেকে বাঁচল শিলচরের দুই নাবালিকা ছাত্রী

হাফলং (অসম), ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং শহরের এক অটোরিকশা চালকের বুদ্ধিমত্তার দরুন মানব পাচারচক্রের হাত থেকে বাঁচল শিলচরের দুই ছাত্রী। অন্যথায় মানব পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়ে সব কিছু খোয়াতে বসেছিল এই দুই নাবালিকা ছাত্রী। ঘটনাটি চাউর হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে শৈলশহর হাফলঙে। মানব পাচারকারী চক্রের হাত থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত দুই নাবালিকা শিলচর ভগতপুরের বাসিন্দা এবং রামানুজ গুপ্ত কলেজের ছাত্রী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হাফলং শহরের অটো রিকশা চালক তথা হাফলং অটো রিকশা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডেভিড যৌথে প্রতিদিনের মতো নিউহাফলং স্টেশনে যাত্রীর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ঠিক সেই সময় শিলচর-গুয়াহাটি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এই দুই নাবালিকা নিউহাফলং স্টেশনে ঘোরাফেরা করছিল। তা দেখে অটোচালক দুই কিশোরীকে জিজ্ঞেস করেন তারা কোথায় যাবে। তখন দুই কিশোরী জানায়, তারা হাফলং টাউনে যাবে এবং সেখানে কোনও হোটেল পাওয়া যাবে কিনা। তাই অটো চালক ডেভিড তাদের নিয়ে হাফলঙের দু-একটি হোটেলে গেলে ওই দুই কিশোরীর কাছে কোনও পরিচয়পত্র না থাকায় তাদের হোটেলে রুম দিতে রাজি হননি হোটেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই অবস্থায় দুই নাবালিকাকে একা ছেড়ে দিলে তাদের বিপদ হতে পারে ভেবে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে কিছু সন্দেহ জাগে অটো চালক ডেভিড যৌথের। তিনি দুই কিশোরীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান।

দুই নাবালিকা কিশোরী ডেভিডকে জানায়, তাদের কাছে ২৫ হাজার টাকা রয়েছে। এতে আরও সন্দেহ জাগে অটো চালকের। তার পর ওই দুই কিশোরীর কাছে মজুত একটি ডায়রি থেকে মোবাইল নম্বর নিয়ে তিনি ফোন করেন। ফোন রিসিভ করেন কাছাড় পুলিশের জনৈক আধিকারিক। ডেভিড ওই পুলিশ আধিকারিককে বিস্তারিত সব জানান। পুলিশ আধিকারিকটি ডেভিডকে জানান, ওই দুই কিশোরী তাদের বাড়ি থেকে পালিয়েছে। তাদেরকে কোথাও যেতে না দিয়ে তার বাড়িতে রেখে দিতে বলেন অফিসার। পরবর্তীতে কাছাড় পুলিশ হাফলং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুই নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করে থানায় এনে রাখতে বলে। এর পর দুই নাবালিকা ছাত্রীর অবিভাবকরা হাফলং এসে উপস্থিত হলে হাফলং পুলিশ তাদের অবিভাবকদের কাছে সমঝে দেয়। এদিকে দুই কিশোরী সাংবাদিকদের জানায়, কিছুদিন আগে জনৈক যুবকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। ওই যুবক তাদেরকে ট্রেন ধরে হাফলং আসতে বলে। কেবল তা-ই নয়, সঙ্গে টাকা পয়সা সোনার গহনা যা পারে নিয়ে আসতে বলে ওই যুবক। প্রথমে ওই দুই নাবালিকা ছাত্রী এতে গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীতে ওই যুবক ফোন করে তাদের নাকি বলে, যদি তার কথা মতো তারা কাজ না করে তা-হলে তদের পরিবারের লোকদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে। এ ধরনের হুমকিতে উপায়ন্তর না পেয়ে দুই নাবালিকা ছাত্রী হাফলং এসে উপস্থিত হয়েছ। কিন্তু ওই যুবকের সন্ধান না পেয়ে হাফলং শহরে চলে আসে। তার পর অটো চালক ডেভিড যৌথের বুদ্ধিমত্তার দরুন ওই দুই নাবালিকা ছাত্রী মানব পাচারচক্রের খপ্পর থেকে রক্ষা পড়ে।

পানাগড়ে সড়কের পাশে নির্বিচারে সবুজ কেটে চলছে প্রমোটারি খবর পেয়ে তৎপর বনদফতর

দুর্গাপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাজারের ফুটপাত আগেই দখল হয়েছে। এমনকি আস্ত সড়কেরও একাংশ দখল করে চলছে গাড়ী সারানোর কাজ। এবার বাজার ছাড়িয়ে সড়কের পাশে অবাধে গাছ কেটে ছাই ভরাট করে চলছে প্রমোটারি। তৈরী হচ্ছে গ্যারেজ। অভিযোগ মোটা টাকায় বিকোচ্ছে ভরাট হওয়া ওইসব জমি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খবর পেয়ে কাটা গাছ পাচারের সময় ধরে ফেলে বনকর্মীরা। আটক করে গাছের গুঁড়ি বোঝাই একটি ভ্যান। আটক করে দুজনকে। পানাগড় ফরেষ্ট রেঞ্জার সুভাষ পাল জানান,’ খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গাছের গুড়ি বোঝাই ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে। আরও কিছু গাছের গুড়ি কাঠকলে পাচার করেছিল। সেগুলি উদ্ধার করা হবে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

যানজট ঠেকাতে ২ নং জাতীয় সড়ক পানাগড় বাজার বাইপাস করা হয়। কিন্তু তাতেও স্বস্তি ছিল না। রাস্তার দুপাশে ফুটপাত অনেক আগেই দখল হয়েছিল। বাইপাস হওয়ার পর গ্যারেজের কাজ উঠে আসে একেবারে রাস্তার ওপর। আবার কোথাও রাস্তার একাংশ দখল করে লম্বা লরির পার্কিং। কোথাও যন্ত্রাংশ, টায়ারও রাস্তার কিনারাই। ফলে সংকীর্ন হয়ে পড়ে মুল রাস্তা। সুষ্ঠভাবে চলাচলের উপায় নেই। যান চালক থেকে সাধারন পথচলতি মানুষ নাজেহাল। বেসামাল হলেই দুর্ঘটনা ঘটে। এবার জবরদখলের কব্জায় জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পতিত জমি। পানাগড় বাইপাস হওয়ার আগে জমিগুলো ছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। জমিটি পানাগড়ে হলেও পুর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ব্লকের অধীনে ধরলা মৌজার মধ্যে পড়ছে। সড়ক নির্মানের পর জমিগুলো নীচু হয়ে জলাজমি হয়ে পড়ে। সেখানে প্রায় ৪০ টির মত নানান গাছ রয়েছে। রাস্তার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের জল নিকাশীর কালভার্ট হয়েছে। বর্ষায় জল নিকাশী হয়। পানাগড় বাইপাস হওয়ার পর ওই জমি রাজ্য পুর্ত দফতর (রোড) আওতায় চলে যায়। গত কয়েক মাস ধরে পানাগড় আরওবি সংলগ্ন জাতীয় সড়ক ওঠার মুখের রাস্তার দুপাশে চলছে ছাই ভরাট। আর তার ওপর দখল করে চলছে গ্যারেজ তৈরী। অচিরেই বদলে যাচ্ছে জমির চরিত্র। এবার হাত পড়ল সবুজ ভুমিতে। গত দুদিন ধরে নির্বাচারে চলছে ওইসব গাছ কাটা। জেসিবি দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে গাছ। তারপর প্রমান লোপাটের জন্য ছাই দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে গাছের গড়া। বনদফতর সুত্রে জানা গেছে, একটি গাছ কাটতে হলে তার বিনিময়ে ৫ টি গাছ লাগিয়ে অনুমতি নিতে হয়। প্রশ্ন, বন দফতরের অনুমতি ছাড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে কিভাবে গাছ কেটে পাচার হচ্ছে? সড়কের ওপর যানবাহনের দুষন রোধে বেশী পরিমানে গাছ লাগানো হয়। কিন্তু গাছ লাগানোর বদলে সড়কের পাশে উল্টে অবাধে গাছ কেটে পাচার হল? মাস কয়েক আগে ওই এলাকায় রাস্তার পাশে নয়নজুলি জমি ছাই ভরাট করে দখল হওয়ায় পুর্ত দফতর একটি মামলাও করেছিল। কিন্তু তারপরও আবারও দৌরাত্ম শুরু হয়েছে জমি মাফিয়াদের। যেভাবে রাস্তার পাশে ছাই ভরাট চলছে। তাতে দুষন যেমন ছড়াচ্ছে। নির্বিচারে ধ্বংস সবুজ। আবার বদলে যাচ্ছে জমির চরিত্র। স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান,’ ওই জায়গাটি দুটি সড়কের সংযোগস্থলের মুখ। তাই যথেষ্ট গুরত্বপুর্ন এবং দুর্ঘটনাপ্রবন। সড়কের পাশে ওইভাবে জবরদখল করে গ্যারেজ তৈরী হওয়ায় সংকীর্ন হচ্ছে সড়ক। সম্প্রতি নির্বিচারে সড়কের পাশে গাছ কাটা চলছে। এভাবে সবুজ ধ্বংস করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

ফেলে যাওয়া ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়ে মানবিক মুখ টোটোচালকের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স) : মহিলার ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিলেন এক টোটোচালক। ব্যাগের মধ্যে বেশ কিছু সোনার গয়না ও নগদ টাকা ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে মাটিয়া থানার চাঁপাপুকুর এলাকার। চাঁপাপুকুর থেকে ওই টোটোয় চেপে নিজের শিশুসন্তানকে নিয়ে বসিরহাটে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন রিম্পা মণ্ডল নামে এক তরুণী গৃহবধূ। টোটো থেকে নামার সময় নিজের ব্যাগ টোটোয় ফেলে রেখে চলে আসেন তিনি। টোটোচালক সুজিত ভট্টাচার্য পরে ওই ব্যাগ উদ্ধার করে বসিরহাট টাউন টোটো সংগঠনের সভাপতি ভাস্কর মিত্রের কাছে জমা দেন। খোঁজখবর করে রিম্পা মণ্ডলের সন্ধান পাওয়া যায়। টোটো ইউনিয়নের নেতা ভাস্কর ব্যাগটি বসিরহাট থানার আইসি সুরিন্দর সিংয়ের হাতে তুলে দেন। খবর দেওয়া হয় রিম্পাকে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুর আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমসন্তানকে আদর-ভালোবাসা যেমন দিতে হয় তেমনি সঠিক পথে রাখার জন্য শাসনও করতে হয়।

অনেকসময় বাবা-মায়ের অতিরিক্ত স্নেহ আদর সন্তানকে নষ্ট করে দিতে পারে। ভাবতে শুরু করে তারা ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারে। এই ধরনের আচরণগত সমস্যা অনেক অভিভাবক খেয়াল করতে পারেন, আবার অনেকে পারেন না।

শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সন্তানের আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার পন্থা ও সংশোধনের উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বড়দের অসম্মান করা: বড়দের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মেশা বা মন খুলে কথা বলতে পারা স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের লক্ষণ। তবে খোলামেলা সম্পর্কের নামে তাদের অসম্মান করে কথা বলা বা অসংবেদনশীল আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়। সন্তানকে এই ধরনের আচরণে কখনই উৎসাহ দেওয়া যাবে না। বরং এমন করতে দেখলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম অবস্থায় এমন আচরণ খুব একটা দৃষ্টিকটু না লাগলেও পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশেও পরিণত হতে পারে।

যখন তখন বদমেজাজ: আচরণগত সমস্যা আছে এমন শিশুরা সব কিছু নিজেদের ইচ্ছা মতো পেতে চায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তারা ঘরে এমনকি বাইরেও জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করে বা অন্যান্য বিশৃংখল আচরণ করে যা সবসময় মজাদার নাও হতে পারে। তাই শিশুর এমন আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আর সব কিছুই যে তার ইচ্ছা মতো হবে না সে শিক্ষাও দিতে হবে।

সব সময় পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়: সন্তানকে শান্ত রাখার জন্য প্রায় সময় কি তাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়? সহজ বাংলায় যাকে বলে 'ঘুঁষ'।

এটা হতে পারে শিশুর বাজে আচরণের একটা লক্ষণ। তাই কোনো কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে বরং 'না' শুনতে কেমন লাগে সেটার একটা পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। যদিও প্রথম প্রথম এই 'না' শোনার কারণে বাসার পরিবেশ জটিল আকার ধারন করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে সে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ঘটার অভিজ্ঞতাও লাভ করবে।

অন্যদের নিয়ে মজা করা: সংবেদনশীলতার অভাব আচরণগত সমস্যার লক্ষণ। সন্তান যদি অন্যদের সঙ্গে অকারণ মশকরা করে বা দুঃখ দিয়ে কথা বলে তাহলে শুরুতেই তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমন আচরণ দীর্ঘদিন অনুশীলন করতে দেওয়া তার ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে।

পালটা জবাব: যেসব শিশুদের মাঝে আচরণগত সমস্যা আছে তারা কখনই নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চায় না। বরং তারা বড়দের কথা ও উপদেশের তোয়াক্কা না করে বরং মুখের ওপর পালটা জবাব দেয়। আর কথার খুঁত ধরে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। সন্তানের মাঝে এমন আচরণ দেখা দিলে শুরু থেকেই তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। আর পরে যেন বড়দের অসম্মান না করে সেই শিক্ষা দিন। কখনই সন্তুষ্ট নয়: সন্তানের জন্য যা করছেন বা তাকে যা দিচ্ছেন তার কোনো কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না- এরকম হলে বুঝতে হবে সে ইতোমধ্যে বিগড়ে গেছে। এই ধরনের শিশুদের আচরণগত কিছু সমস্যা থাকে যা ঘরে ও বাইরে বাজেভাবে প্রকাশ করে তারা। এমন শিশুদের চাহিদার কোনো শেষ নেই এবং কোনো কিছুতে সন্তুষ্টিও নেই।

তাই সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে, চাওয়া মাত্রই তাকে সব কিছু না দিয়ে বরং চাহিদা ও প্রয়োজনের পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে।

মাথার ত্বকের যত্নে 'অ্যান্টি ড্যানড্রাফ' শ্যাম্পু

চুলকানি বা খুশকির সমস্যা থাকলে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু' ভালো সমাধান দিতে পারে।

কোনো সময় ভ্যাপসা গরম আবার হঠাৎ বৃষ্টি। মিশ্র এই আবহাওয়াতে মাথার ত্বক বেশিরভাগ সময় চিটচিটেভাব হয়ে থাকে। যে কারণে বাইরে গেলে ধুলাবালি মাথার ত্বকে মিশে নানান সমস্যা তৈরি হয়। আবার যারা হিজাব ব্যবহার করেন তাদের চুল বাইরের দূষণ থেকে রক্ষা পেলেও গরমের কারণে মাথা ঘেমে থাকে। যা থেকেও হতে পারে খুশকি।

ব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে খুশকি দূর করার সময় না পেলে এই সমস্যা দূর করার সহজ সমাধান হতে পারে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু। কারণ এটা খুশকি দূর করার যাবতীয় উপাদান সমৃদ্ধ।

এছাড়া মাথার ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, ফাঙ্গাসের আক্রমণ ইত্যাদি থেকেও রক্ষা করে। চিটচিটেভাব দূর করে চুল রাখে ঝরঝরে উজ্জ্বল।

করণীয় এই মৌসুমে একদিন পর পর 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। সমস্যা বেশি থাকলে প্রতিদিনও ব্যবহার করা যায়।- মাথার ত্বক আর্দ রাখতে এক টেবিল-চামচ নারিকেল তেল ব্যবহারের পর 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এছাড়া নিয়মিত অন্যান্য শ্যাম্পুর অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত থাকা গেলে খুশকির সমস্যা কম দেখা দেয়।

- চুল ভিজিয়ে নিয়ে মাথার ত্বকে একমুঠো বেইকিং সোডা ছড়িয়ে হালকা হাতে মালিশ করতে হবে। এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। বেইকিং সোডা মাথার ত্বক পরিষ্কারের পাশাপাশি যে কোনো ফাঙ্গাসের সংক্রমণ রোধে সহায়তা করবে।

- পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ নিয়ে তা মাথার ত্বকে ছড়িয়ে শুকনা অবস্থায় মাথার ত্বক ম্যাসাজ করতে পারেন। এতে মাথার ত্বক পরিষ্কার হবে এবং ফাঙ্গাসের সংক্রমণও রোধ হবে। এরপর শ্যাম্পু করে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে।

- রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান, যা খুশকি রোধে সহায়ক। শুধু রসুনের রসই খুশকি দূর করতে সহায়ক। তবে রসুনের গন্ধ দূর করতে চাইলে রসুন ছেঁচে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগাতে হবে। আর খুশকি দূর করার পাশাপাশি সুরভিত চুলের জন্য 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহারের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধুয়ে নিন।

- খুশকির কারণে হওয়া মাথার ত্বকে জ্বলুনি ও অস্বস্তি কমাতে তাজা অ্যালো ভেরার জেল মাথায় মালিশ করুন। এক ঘণ্টা পর চুল ধুয়ে ফেলুন। মাস্ক ধুতে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

করোনা আবহে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারাচ্ছেন? মন ভাল রাখুন সহজ এই উপায়ে

গত বছরের মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। আর কতদিন এই করোনার এই প্রশ্নই যেন সকলের মনে। চারদিকে শুধুই হাহাকার। কোথাও বেড নেই, কোনও অক্সিজেনের আকাল আবার কোথাও খালি নেই। এমন পরিস্থিতিতে শরীরে পাশাপাশি মনকেও ভাল রাখতে হবে। মনের মধ্যে জোর রাখতেই হবে। কাজটি কঠিন। তবে জীবনকে হারতে দেওয়া যাবে না। তাই মনকে শক্ত করে তুলতেই হবে। এর জন্য কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করতে পারেন।

১) রাতের ঘুমের সঙ্গে আপস করবেন না। যত জেগে থাকবেন, তত মনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। তাই নিজের মগজ ও শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিন। ঘুম ভাল হলে মনও ভাল থাকবে।

২) অতিমারীর সময়ে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ঘরে থাকলেও শরীরচর্চা করতে হবে। যোগাভ্যাস, ব্যায়াম, প্রাণায়ম শরীরকে যেমন ফিট রাখে, তেমনই মনকে চাঙ্গা করে। সকালে যদি করতে পারেন খুবই ভাল।

৩) বিশেষজ্ঞরা বলেন, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতিও অবসাদের অন্যতম কারণ। এই ঘাটতি কীভাবে পূর্ণ করবেন? প্রচুর পরিমাণে জল খান। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাবে।

৪) পারলে সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জন্য একটা রুটিন তৈরি করুন। ঠিক করে নিন কোন সময় কোনটা করবেন। এতে পরবর্তী পরিকল্পনার বিষয়টি মাথায় থাকবে। তাই বেশ অন্য ভাবনা ভাবার অবকাশ থাকবে না।

৫) অনেক সময় এমন অনেক কথা মনের ভিতরে জমে থাকে যা কাউকে বলা যায় না। অথচ তা বলে মনকে হালকা করা প্রয়োজন। লেখা অভ্যাস করেন। ডায়েরির পাতা কিংবা হাতের কাছের খাতায় মনের কথা লিখে ফেলুন।

৬) নতুন অভ্যাস তৈরি করতে পারেন। যেটা করার ইচ্ছে ছিল অথচ করা হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে, তা শুরু করে দিন। নিজেকে ব্যস্ত ও আনন্দে রাখুন।

ক্লান্তি, রক্তের প্লেটলেট পতনও কোভিডের উপসর্গ হতে পারে, দাবি চিকিৎসকদের

দিন কয়েক ধরেই অসম্ভব ক্লান্তিতে ভুগছেন নাকি? রক্তের প্লেটলেটস একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো! যদি হঠাৎ করেই অনেকটা কমে যায়, তো সাবধান। আপনি কোভিড আক্রান্তও হতে পারেন। কারণ, প্রচণ্ড ক্লান্তি আর এক ধাক্কায় প্লেটলেটস অনেকটা নিচে নেমে যাওয়াও কিন্তু কোভিড সংক্রমণের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে বলে দাবি চিকিৎসকদের। আর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ঘটনায় এর প্রমাণও মিলেছে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

এতদিন ধরে শুধুই জ্বর, সর্দিকাশি, স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যাওয়া প্রভৃতিকেই কোভিড সংক্রমণের উপসর্গ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এর অন্য দিকটিও দেখা গিয়েছে। লখনউয়ের আজাদ নগর পাড়া রোডের বাসিন্দা, আলিম শেখ (৬০) অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায়, ডাক্তারের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করান। তখন দেখা যায়, তার প্লেটলেট কাউন্ট এক ধাক্কায় কমে ৮৫,০০০-য় নেমে এসেছে, সাধারণত যা থাকার কথা ১.৫-৪.৫ লক্ষ। তিনি ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে শুরু করেন। কিন্তু গত ২৩ এপ্রিল, তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফের রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট আরও কমে ২০,০০০-এ নেমে এসেছে। তখন পরিবার তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে যায় কিন্তু ব্যর্থ হয় কারণ অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতাল ভরতি নেয়নি। চিকিৎসার অভাবে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একইরকমভাবে, বালিগঞ্জের বাসিন্দা রাজকুমার রাস্তোগি (৫৯) গত ১৩ এপ্রিল অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায় ডাক্তারের কথামতো রক্তপরীক্ষা করান। দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট কমে ২১,০০০-য় পৌঁছেছে। ওষুধে কিছুটা অবস্থার উন্নতি হয় কিন্তু ১৬ এপ্রিল তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তখন পরীক্ষা করে জানা যায়, রাজকুমার কোভিড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ায় দিন কয়েক পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর ছেলের দাবি, "বাবার জ্বরও হয়নি, কাশিও হয়নি। এমনকী প্রথম দিকে শ্বাসকষ্টের সমস্যাও ছিল না, যে লক্ষণগুলিকে আমরা কোভিডের লক্ষণ বলেই জানি।"

এই বিষয়ে অধ্যাপক সন্তোষ কুমারের মত, "প্রতিটি ভাইরাল সংক্রমণে প্লেটলেট কাউন্ট কমে আসে। তাই কারও ক্লান্তি অনুভব হলে বা হঠাৎ প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।"

উষ্ণতায় উজ্জ্বল পোশাকে

এক দিকে মহামারীর প্রকোপ, অন্য দিকে কাঠফাটা রোদ। এর মাঝেই বছর ঘুরে চলে এসেছে ঈদ। এবছর সবার মনে যেন একটাই কথা- যতদিন শ্বাস ততদিন আশ। নিজেকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি তাই আনন্দটাও করতে চাইছে সবাই সমানতালে। একারণেই পোশাকে ফিরে এসেছে ঈদ। এবার তারুণ্যের পোশাকে এসেছে নতুন ধারা। প্রতিবারের মতো পাঞ্জাবি তো থাকছেই, কিন্তু অত বেড়ানো বা আনুষ্ঠানিকতা না থাকার কারণে 'ক্যাজুয়াল' পোশাকই রাখছেন পছন্দের তালিকায় তরুণরা।

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরুণ ব্যবস্থাপক সোহান বলেন, "গেল বছরের মতো এই ঈদেও অনেকখানি সময় কাটবে ওয়েব আড্ডায়, তাই অন্তত শার্ট বা পাঞ্জাবিটা সুন্দর হতেই হবে।" স্নাতকের ছাত্র মিনার। তার কথায়, "এই গরমে এমনিতেও আমরা কিন্তু এদিক সেদিক গেলে হাফ প্যান্ট বা থ্রি কোয়ার্টার পরি।" "এখন তো এদিক সেদিক মানে বারান্দা থেকে লিভিং রুম, খুব বেশি হলে ছাদ।" পেশায় চিকিৎসক ফাহিম বললেন, "হাসপাতালের ডিউটিতে স্ট্রেস থাকার পরেও বাসার মানুষ যেন আমাকে দেখে স্বস্তি পায় একারণে একটু পাতলা কাপড়ের সবুজ বা নীল পাঞ্জাবি কিনবো।" বাজার ঘুরেও দেখা গেল পাতলা সুতি কাপড়ের পাঞ্জাবি কিনছেন অনেকে; যারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আসছেন। বেড়েছে অনলাইনে কেনাকাটা। অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে 'কাস্টোমাইজড' পাঞ্জাবি। পরিবারের সবারে একরকম। আবার তারুণ্য নির্ভর ডিজাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। লিলেনের কাবুলি ড্রেস এবার আছে অনেকের পছন্দের তালিকায়। দেশীয় ফ্যাশন হাউজ- বিবিয়ানা, বিশ্বরঙ, রঙ বাংলাদেশ, কে ক্রাফট, অঞ্জন্স ইতিমধ্যে অনলাইনে সরব হয়েছে। এছাড়াও, ক্যাটস আই, সেইলর, ডিমান্ড-সহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেদের এবারের ঈদের পোশাক।

খাদ্যাভ্যাস হতে পারে পেশিক্ষয়ের কারণ

গবেষণায় দেখা গেছে, সুষ্ঠু খাদ্যাভ্যাস বয়সের ছাপ ধীর করতে ভূমিকা রাখে। 'সায়েন্টিফিক রিপোর্ট' সাময়িকীতে প্রকাশিত এক সমীক্ষা অনুসারে, নিয়মিতভাবে পুষ্টির চাহিদা এড়িয়ে যাওয়া শুধুমাত্র হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং অন্ত্রের মতো অসংখ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসই করে না বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে পেশি ক্ষয় হতেও অবদান রাখে। বয়সের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই পেশির ঘনত্ব কমে। আর পুষ্টির ঘাটতি এর মাত্রা বাড়ায় ও নানান স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। সিঙ্গাপুরে ৬৫ বছর বয়সের বেশি ১,২১১ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর করা গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, পেশির ভর কমাতে অবদান রাখে এমন বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্তর্নিহিত দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং অপর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি জেনারেল হসপিটাল, ডিউক-এনইউএস মেডিকেল স্কুলের গবেষকদের করা এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয়, এটা অনেকটা 'বার্ধক্যজনিত অ্যানোরেক্সিয়া' বা ক্ষুধা হ্রাস যা খাদ্য গ্রহণ হ্রাস করার অংশ বিশেষ। এমনটা ঘটলে, বয়স্ক লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নাও পেতে পারে। এর ফলে দ্রুত পেশির ভর কমতে থাকে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া পেশির ঘনত্ব বজায় রাখে ও কার্যদক্ষতা বাড়ায়। 'জার্নাল অফ বোন অ্যান্ড মিনারেল রিসার্চ'য়ের একটি গবেষণা অনুসারে, পেশির ভর হ্রাস দ্রুত মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্রাজিলের 'ইউনিভার্সিটি ডি সাও পাওলো'র গবেষকরা চার বছর ধরে ৬৫ বছর বয়সি ৮৩৯ জন নারীর ওপর পর্যবেক্ষণ চালায়। সময়ের সঙ্গে তাদের হাড়ের ঘনত্ব রেকর্ড করা হয়। তাদের 'অ্যাপেন্ডিকুলার মাসেল ম্যাস' পর্যবেক্ষণ করা হয়। যার অর্থ বাহু, পা এমনকি ত্বকের নিচের চর্বিও পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়। ফলাফলে দেখা গেছে, কম 'অ্যাপেন্ডিকুলার' ভরযুক্ত মহিলাদের বাহু ও পায়ের পেশির ভরের তুলনায় তাড়াতাড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ৬৩ গুণ বেশি। কম অ্যাপেন্ডিকুলার ভরযুক্ত পুরুষদের প্রাথমিক মৃত্যুর ঝুঁকি ১১ গুণ বেশি ছিল। নিতম্ব ও কাঁধের সুস্থতা ওপর পেশির ভর ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে জানিয়েছেন, ব্রাজিলের সাও পাওলো মেডিকেল স্কুলের প্রধান গবেষক রোজা মারিয়া রড্রিক্স পেরেইরা। স্থিতিশীলতা হারালে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে এবং হাঁড়ের খনিজের কম ঘনত্ব হাঁড়ে ফাটাভাবের সৃষ্টি করে।

যকৃতের জন্য উপকারী পানীয়

যকৃত যে গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ তা সবাই জানি, কিন্তু তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত জানা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক'য়ের মতো, "শরীরের সুস্থতার জন্য প্রতিনিয়ত অসংখ্য কাজের দায়িত্ব থাকে যকৃতের ওপর। এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল খাবার বিপাকের মাধ্যমে তাতে থাকা পুষ্টি উপাদান বের করে আনা, রক্ত থেকে বিষাক্ত বর্জ্য অপসারণ করা, স্বাভাবিক মাত্রায় রক্ত জমাট বাঁধানো এবং পুরনো রক্তকণিকা অপসারণ।" এ থেকেই বোঝাই যায় যকৃতের খেয়াল রাখাটা অত্যান্ত জরুরি। আশার কথা হলো যকৃতের জন্য উপকারী পানীয়টা ইতোমধ্যেই অসংখ্য মানুষের প্রিয় পানীয়ের মধ্যে একটি। আর যুক্তরাষ্ট্রের সনদস্বীকৃত পুষ্টিবিদ কোর্টনি ডি'অ্যাঞ্জেলো জানান, "সেই পানীয়টি হল কফি।" কফি আর যকৃতের সম্পর্ক ইটদিস নটদ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ডি'অ্যাঞ্জেলো বলেন, "দিনের শুরুতে এক কাপ কফি শুধু সুস্বাদুই নয়, তা যকৃতের সুস্বাস্থ্যের জন্য একাধিক দিক থেকে উপকারী। একাধিক গবেষণা দাবি করে যে কফি 'সিরোসিস'য়ের ঝুঁকি কমায় এবং 'ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'য়ের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়।" 'সিরোসিস' যকৃতের একটা মারাত্মক রোগ যেখানে যকৃতের স্বাস্থ্যবান 'টিস্যু'য়ের জায়গা দখল করে নেয় 'স্কার' বা ক্ষতিগ্রস্ত 'টিস্যু'। আর 'ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'য়ের ক্ষেত্রে যকৃতের ভেতরে ও বাইরে চর্বি ও 'কোলাজেন'য়ের বড় আকারের আস্তর তৈরি হয়।

'হার্ড ইমিউনিটি' বলতে যা বুঝায়

বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়া কঠিন। নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী যখন টিকা নিয়ে কিংবা রোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে একটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে 'ইমিউনিটি' বা রোগসংক্রমণ থেকে নিরাপত্তা পায় তখন পরোক্ষভাবে ওই পুরো জনগোষ্ঠী রোগটি থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় 'হার্ড ইমিউনিটি'।

এর মানে হল, এই জনগোষ্ঠী কিছু সদস্য যদি টিকা না নেন কিংবা টিকা নেওয়ার পর তাদের শরীরে 'ইমিউনিটি' তৈরি নাও করে, তবুও তারা ওই সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। কারণ আশপাশের মানুষের মাঝে যেহেতু 'ইমিউনিটি' তৈরি হয়েছে, তারাই বাকি সদস্যদের জন্য সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবেন।

এই 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হতে শুরু করলেই একসময় রোগটিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হবে। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন্স অ্যান্ড ইমিউনাইজেইশন'-এর প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা যত বেশি, একটি জনগোষ্ঠীকে 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে তত বেশি সদস্যের শরীরে 'ইমিউনিটি' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হাম রোগের কথা।

প্রচণ্ড সংক্রামক রোগ এটি, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ১৮ জনকে আক্রান্ত করতে পারে। সেই হিসেবে এই রোগের 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশ সদস্যের মাঝে 'ইমিউনিটি' থাকতে হবে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার হাম রোগের তুলনায় কম, গড়ে একজন আক্রান্ত ব্যক্তি দুই থেকে তিন জনকে সংক্রমিত করেন। অর্থাৎ 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশের 'ইমিউন' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

টিকার মাধ্যমে না হয়ে বরং রোগে আক্রান্ত হয়ে আবার সুস্থ হওয়ার মাধ্যমে যদি 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করা হয় তবে সেটা হলো প্রাকৃতিকভাবে অর্জন।

করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়া কঠিন। কারণ এই ভাইরাস সংক্রমণে যে রোগ হচ্ছে অত্যন্ত প্রাণঘাতি। আর সেজন্যই উত্তম উপায় হলো টিকা। টিকা থাকলেও 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করা সবসময় সহজ হয় না, সময় লেগে যায় অনেক। কিছু ভাইরাস যেমন মৌসুমী 'ফ্লু'য়ের ভাইরাস দ্রুত বৈশিষ্ট্য পাল্টায়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।

আবার 'ইমিউনিটি' সবসময় চিরস্থায়ী হয় না, আর এজন্য প্রতিবছর 'ফ্লু শট' দেওয়া হয় অনেক উন্নত দেশে।

১৮ নয়, মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১, নয়া প্রস্তাব পাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স) : বদল হতে চলেছে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স। ছেলেদের মতোই মেয়েদের বিয়ের বয়স ২১ বছর করার প্রস্তাব পাশ হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। গত বছরেই লাল কেল্লায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়সের বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, খুব দ্রুতই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এরপরেই বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব পাশ হয়। নীতি আয়োগের টাস্ক ফোর্সও এই প্রস্তাব সমর্থন করে। ১৫ অগাস্ট ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কন্যা সন্তানদের অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে তাঁদের সঠিক সময় বিয়ে দিতে হবে। ঠিক তার একবছরের কিছু পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাশ করা হল। এরপর মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরে কেন্দ্রীয় সরকার বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন ২০০৬-এ সংশোধন নিয়ে আসবে। ন্যূনতম বয়স বদলের প্রস্তাবটি মূলত মাতৃত্বের বয়স, মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর প্রয়োজনীয়তা, পুষ্টির স্তরের উন্নতি এই সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এইগুলি পরীক্ষা করার জন্য কেন্দ্র একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে। কেন্দ্রের এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন জয়া জেটলি। কেন্দ্রের এই টাস্ক ফোর্স বিস্তর আলোচনার পর জানায়, প্রথম গর্ভ ধারণের সময় একজন নারীর বয়স কমপক্ষে ২১ হওয়া উচিত। এছাড়াও মেয়েদের কিছুটা দেরিতে বিয়ে হলে তাঁদের স্বাস্থ্য, শিশুদের স্বাস্থ্য এছাড়াও আর্থিক, সামাজিক দিকে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই সব দিক বিষদে চিন্তা ভাবনা করার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব পাশ করে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীর উদ্দেশ্যে যে ভাষণ রাখেন তা বিজেপি পার্টি অফিসে দলীয় কর্মীরা শুনেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

রাস্তায় আহত বাঘ দেখতে শোরগোল বাগনানে

হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাঘের দেখা মেলার খবরে শোরগোল পড়ে গেল হাওড়ার বাগনানে!
এ দিন সকাল থেকেই হাওড়ার বাগনানের কাপালিপাড়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে আহত অবস্থায় বাঘের মতো একটি প্রাণী পড়ে আছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই জাতীয় সড়কে প্রাণীটিকে দেখতে ছোটেন কয়েক''শো মানুষ। মুহূর্তের মধ্যেই রাস্তার উপর ভিড় জমে যায়। ছড়িয়ে পড়ে বাঘ আতঙ্ক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন পরিবেশ কর্মী ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষক চিত্রক প্রামাণিক। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উপস্থিত উৎসুক জনতার ভুল ভাঙিয়ে জানান,''এটি বাঘ নয়, একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘরোল''। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় বাগনান থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পূর্ণ বয়স্ক বাঘরোলটিকে উদ্ধার করেন।বন দফতরের কর্মীরা জানান, বাঘরোলটির পায়ে আঘাত রয়েছে। সম্ভবত জাতীয় সড়কের উপরে গাড়ির ধাক্কায় আহত হয় প্রাণীটি। এর পর সেটি আর রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে ফিরে যেতে পারেনি।

কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: এ.কে আব্দুল মোমেন, এম.পি।কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের এই আবেদন কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহের সোম থেকে শুক্রবার আবেদনকারীরা সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত নিজেদের আবেদন জমা দিতে পারবেন এবং দুপুর ১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিজেদের পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। সব রকমের ভিসা প্রসেসিং এর জন্য মূল্য ধার্য করা হয়েছে জিএসটিসহ ৮২৬ রুপী। বর্তমানে বাংলাদেশের ভ্রমনার্থীদের ভারতীয় ভিসার জন্য আবেদনের খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই মাসুল ধার্য করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা বহির্বিশ্বে স্থাপিত সব বাংলাদেশী মিশনের মধ্যে সর্বাধিক ভিসা ইস্যুকারী মিশন। ভারতীয় নাগরিকদেরকে উন্নত ভিসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কলকাতা মিশনে ভিসা আউটসোর্সিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেখানে ক্রমবর্ধমান সেখানে সময়োপযোগী এই সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ভারতে এই প্রথমবার খোলা হলো নতুন বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্র। ১৩,০০০ বর্গ ফুটের বিশাল আয়তনের সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্র সল্টলেক সেক্টর ফাইভের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কলকাতায় এটি হবে শহরের বৃহত্তম একদেশীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র। আবেদনকারীদের স্বাচ্ছন্দ আরো বাড়িয়ে তুলতে এই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে থাকছে ভিসার আবেদনপত্র পূরণে সহায়তার জন্য হেল্প ডেস্ক, ফটো ডেস্ক, ফটোকপি পরিষেবা, প্রাইভেট লাউঞ্জ, ক্যুরিয়ার পরিষেবা, ইলেক্ট্রনিক কিউইং মেশিন, ফ্রি ওয়াই ফাই, ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা ইত্যাদি। দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন জানান, এখানে করোনার সব ধরনের বিধি মেনে আবেদনকারীদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
ভবিষ্যতে ভারতে অবস্থিত অন্যান্য বাংলাদেশ মিশনেও অনুরূপ ভিসা আবেদন কেন্দ্রে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান অনুষ্ঠানে বলেন, আজ বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে এবং বাংলাদেশ ভারত মৈত্রীর ৫০ বছর পূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত।

গোটা দেশের অনুপ্রেরণা কলকাতাই, নীল-সাদা হচ্ছে দিল্লি, মুম্বইও : প্রচারে বললেন মমতা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : শেষ মুহূর্তের প্রচার তুঙ্গে শাসকদলের। বৃহস্পতিবার একদিনে তিন জনসভায় শামিল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে আর স্রেফ ২ দিন। তার পরই কলকাতা পুরসভার ভোট।
বাঘাযতীনের যুব সংঘের মাঠে যাদবপুর ও টালিগঞ্জের ১৯ টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার শুরু করেন তিনি। দশ বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর সৌন্দর্যায়নে জোর দেওয়া হয়। সরকারি নানা ভবনকে প্রিয় রং নীল-সাদা রং করা হয়েছে। এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মমতার মন্তব্য, ''সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে কলকাতায় নীল-সাদা রং করিয়েছিলাম। তখন অনেকে ব্যঙ্গ করেছিল। আর আজ, কলকাতা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে দিল্লি, মুম্বই শহরেও নীল-সাদা রং করা হচ্ছে।নীল-সাদা দলীয় রং নয়, আকাশের সীমাহীনতার প্রতীক। গোটা দেশের অনুপ্রেরণা কলকাতা, বাংলা।'' আগামী ২ বছরে কলকাতার উন্নয়নের আরও একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেকে বলেছিল মমতা দুর্গাপুজো করতে দেয়না , বিজেপিকে খোঁচা মমতার

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিকেলে বাঘাযতীনের এক সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন দুর্গাপুজো ইস্যুতে।
বুধবারই বাংলার দুর্গাপুজোকে ওয়ার্ল হেরিটেজের তকমা দিয়েছে ইউনেস্কো। এদিনের ভাষণে সেই প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'অনেকে বলেছিল মমতা বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেয়না, কিন্তু আজ তাঁদের মুখে চুনকালি পড়েছে। ইউনেস্কো জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব হেরিটেজের তকমা পেল বাংলার দুর্গাপুজো। বাংলার দুর্গাপুজো আজ বিশ্ব বন্দিত'। তিনি এদিন বলেন, 'আমি অভিনন্দন জানাতে চাই ইউনেস্কোকে। কারণ আমার সবচেয়ে বড় উৎসব, আপনাদের সবচেয়ে বড় উৎসব মা দুর্গার পুজোকে তাঁরা ওয়ার্ল হেরিটেজের স্বীকৃতি দিয়েছে। সারা পৃথিবীর আলোকে আলোকিত করেছে। এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয়'। এরপরই তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন, 'বড় বড় করে পাড়ায় পাড়ায় লিখুন বাংলার দুর্গাপুজো আজ গোটা বিশ্বের উৎসব। বিশ্ব বাংলা এবং দুর্গাপুজো আজ বিশ্বসেরা'। এর পরই তিনি বলেন, এটা তো সবে শুরু। এরপর একে একে আরও কাজ হবে। বাংলাকে আমি বিশ্বসেরা করেই ছাড়ব, এটাই আমার টার্গেট। প্রসঙ্গত, উত্তর কলকাতার মতো দক্ষিণেও পুরভোটে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে জোড়া সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লিতে ওমিক্রনে সংক্রমিত বেড়ে ১০, সকলেই স্থিতিশীল : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের প্রকোপ বেড়েই চলছে। দিল্লিতে আরও ৪ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, নতুন করে ৪ জন ওমিক্রনে সংক্রমিত হওয়ার পর রাজধানীতে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। তবে, কেউ গুরুতর অসুস্থ নন, সকলেই স্থিতিশীল রয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে আরও ৪ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, মোট ওমিক্রন আক্রান্ত বেড়ে হল ১০। ১০ জনের মধ্যে একজন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৯ জন লোকনায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কোনও রোগী গুরুতর অসুস্থ নন। সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, বর্তমানে ৪০ জন করোনা রোগী লোক নায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ব্যাংক ধর্মঘটের জেরে বিপাকে চালসার বাসিন্দারা

চালসা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ব্যাংক বেসরকারিকরণ বিল বাতিলের দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাংক কর্মীদের সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুদিন টানা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক বন্ধ থাকবে। টানা দুদিন ব্যাংক বন্ধের ফলে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির বাতাবাড়ির পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, চালসার সেন্ট্রাল ব্যাংক, মেটেলি বাজারের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক বন্ধ ছিল। এদিন সকালে ওই সমস্ত ব্যাংক গুলোতে বহু গ্রাহককে এসে ঘুরে যেতে হয়। জানা গিয়েছে, দেশের ৯টি ব্যাংক কর্মচারীদের সংগঠন এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে।

জিবি বাজারে ব্যবসায়ীদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার তোলা ছবি ঃ নিজস্ব।

৬ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড মেলা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ৬ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করার কথা রয়েছে রাজ্যের। প্রায় ২৫ হাজার পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ওই দিন। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ব্যাংককে এই বিষয় নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই জেলাভিত্তিক লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। তা নিয়ে কিছুদিন আগেই মুখ্যসচিব জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন তথ্য চাওয়ার নামে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে পড়ুয়াদের হেনস্তা করছে বলে অভিযোগ উঠে আসছিল। বুধবার রাতেই স্কুল শিক্ষা সচিব, অর্থ সচিব ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করে। উচ্চ শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, বৈঠকে অকারণে পড়ুয়াদের যাতে হেনস্থা করা না হয় সেই বিষয়ে ব্যাংক গুলিকে বলা হয়। পাশাপাশি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে দরিদ্র মেধাবী পড়ুয়ারা যাতে বঞ্চিত না হয় সেই বিষয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়। প্রসঙ্গত সম্প্রতি মুখ্য সচিব বিভিন্ন জেলার আধিকারিক ও ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেও একাধিক তথ্যের নামে যাতে পড়ুয়াদের হেনস্থা না করা হয় সেই বিষয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে কড়া নির্দেশ দেন। দরিদ্র পড়ুয়াদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয় ব্যাংক গুলিকে। অন্যদিকে প্রত্যেকটি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সোমবার করে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে প্রচার করার জন্য শিবির বসানোর কথা বলা হয়। উচ্চ শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর শিবিরগুলিতে প্রত্যেক সোমবার কতজন করে পড়ুয়া আসছে তার রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলা হয়েছে দফতরকে। মূলত স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে যাতে বহুল পরিমাণে পড়ুয়াদের মধ্যে প্রচার করা যায়, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এই শিবির করার কথা বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মূলত স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে যাতে প্রচারমূলক কর্মসূচি করা হয় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জুড়ে তার জন্যই এই উদ্যোগ। সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে প্রচার করার কথা বলেছিলেন। তারপরই রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে সোমবার থেকেই এই শিবির করার কথা বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সরকার স্টুডেন্স ডে পালন করবে।

ও তৃণমূল করবে বলে চাকরি ছেড়েছে, প্রয়াত বাম মন্ত্রীর কন্যাকে নিয়ে আপ্লুত মমতা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বসুন্ধরা গোস্বামীকে কলকাতা পুর এলাকার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। আর পুরভোটের প্রচারের শেষ লগ্নে সেই বসুন্ধরার প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ''জাগো বাংলা''য় তিনি কলাম লেখা থেকেই জল্পনা ছড়িয়েছিল। বাবা সারা জীবন বামপন্থী রাজনীতি করে গিয়েছেন। এমনকী বাম জমানায় পূর্তমন্ত্রীও ছিলেন। সেই প্রয়াত বাম নেতা ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে এবার কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বাঘাযতীনে কলকাতা পুরভোটের প্রচারে গিয়ে মমতা শুরুতেই ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বসুন্ধরাকে এগিয়ে আসতে বলেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, ""তুমি মাস্কটা খুলে একটু এগিয়ে এসো। ও ক্ষিতি গোস্বামীর কন্যা। আগে কারা দফতরে কাজ করত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস করবে বলে, মানুষের পাশে থাকবে বলে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছে। ওকে বিধানসভার ভোটে অনেক কাজ করিয়েছি। তৃণমূলে নবীন প্রজন্মের কথা বলতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ""আমাদের দলে অনেক নতুন ছেলেমেয়ে এসেছে। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ড্রাইভার, কেউ রিকশাচালক। সকলকে নিয়েই আমাদের দল। একটা গাছে যখন ফুল বা ফল হয়, তখন সকলকে ভাগ করে দিতে হয়। সকলকে নিয়ে চলতে হয়।"" তবে, এদিন আলাদা করে নজর কেড়েছে ক্ষিতি গোস্বামীর কন্যার প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসার বিষয়টি। বসুন্ধরা গোস্বামী ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বাম রাজনীতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরেই দূরত্ব বাড়িয়েছিলেন সম্ভবত। এরপর ''জাগো বাংলা''য় কলম ধরার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে জল্পনা চলছিল।
সেই জল্পনার অবসান হয় এবার কলকাতা পুরভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর। ২০১৯ সালের ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হন প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী মন্ত্রী আরএসপি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী। তারপর থেকেই বসুন্ধরার সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক ধীরেধীরে সুদৃঢ় হয়।

উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ নয়, বাঘাযতীনে বার্তা মমতার

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : গোয়া থেকেই ফিরে কলকাতা পুরভোটের প্রচারে তৃণমূল নেত্রী। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতায় প্রচার করছেন দলের প্রার্থীদের জন্য। বাঘাযতীনে প্রথম সভাতেই বিশেষ বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সভামঞ্চ থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'উদ্বাস্তুরা উচ্ছেদ হবে না। সবাই থাকবে বাংলায়, চিন্তার কোনও কারণ নেই।' আর বাঘাযতীনের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রীর এই বার্তাই তুরুপের তাস বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ বাঘাযতীন ও যাদবপুর এলাকা বরাবরই সিপিএমের ঘাঁটি। সেখানেই গত লোকসভা নির্বাচনে ভালো ভোট পেয়েছিল বিজেপি। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে সেই জায়গা থেকেই উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতার আগে থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় আসেন বহু মানুষ। কেউ অত্যাচারে আবার কেউ ইচ্ছাকরেই এপার বাংলায় চলে আসেন। সেই থেকেই মূলত যাদবপুর, বাঘাযতীন, গড়িয়ার কিছু অংশে ওপার বাংলার মানুষদের বসবাস রয়েছে। তাদের ভোটব্যাঙ্কের বেশিরভাগটাই ছিল সিপিএমের দখলে। ২০১৯-এর পর থেকে সেই ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে থাকে বিজেপি। মূলত এনআরসি ও সিএএকে ইস্যু করে এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি চলে। কিন্তু ২০২১- সেই ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসায় তৃণমূল। যাদবপুর বিধানসভায় ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দেবব্রত মজুমদার। এবারে তিনি পুরপ্রার্থীও বটে। আর সেই অঞ্চলেই প্রচারে গিয়ে পুরভোটের মুখেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে এই বিশেষ বার্তা দিয়ে নিজের দিকেই ভোটব্যাঙ্ক টানার চেষ্টা করেছেন তৃণমূলনেত্রী।

তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুরজিৎ সাহা

হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি-র প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুরজিৎ সাহা। বিজেপি থেকে বরখাস্ত হওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি। হাওড়ার শরৎ সদনে অরূপ রায়ের হাত থেকে নিলেন তৃণমূলের পতাকা। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মুখ খুলে দলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই বিজেপি-র রাজ্য এবং স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেন সুরজিৎ। বিশেষ করে নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দুর প্রতি প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাতে দেখা যায় তাঁকে। পুরভোটের আগে হাওড়ার ৫০টি ওয়ার্ডের জন্য যে কমিটি গড়া হয়, তার মাথায় তৃণমূল থেকে আসা রথীন চক্রবর্তীকে বসানোয়, আরও ক্ষুব্ধ হন। দলীয় বৈঠকে রাখঢাক না করে নিজের অসন্তোষের কথা জানিয়েও দেন সুরজিৎ। কিন্তু নাম না করে শুভেন্দু সুরজিৎকে নিশানা করেন বলে অভিযোগ।গত ১০ নভেম্বর, ছটপুজোর দিন সুরজিৎকে দলবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকা এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করে বিজেপি। কিন্তু সুরজিতের যুক্তি ছিল, তিনি ন্যায্য কথাই বলেছেন। শুভেন্দু এখন সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছেন। তাঁর কথাতেই দল চলছে। তাই অন্যায় ভাবে তাঁকে সরানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার হাওড়া শরৎ সদনে তৃণমূলের তফসিলি জাতি এবং উপজাতি বিভাগের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই আনুষ্ঠানিক ভাবে জোড়াফুলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন সুরজিৎ।

গোয়ায় অস্বস্তিতে বিজেপি, ইস্তফা দিলেন বিধায়ক আলিনা সালধানা

পানাজি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়ায় বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপির সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক আলিনা সালধানা। বিজেপি-ত্যাগ করে তিনি জানিয়েছেন, ২০১২ সালে স্বামীর প্রয়াণের পর যে বিজেপিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, এখনকার সংগঠন তেমন নয়। ৬৯ বছর বয়সী সালধানা গোয়া বিধানসভার স্পিকারের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। শুধুমাত্র সালধানা নয়, সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য দলের ৪ জন বিধায়কও ৪০ আসনের গোয়া বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আলিনা সালধানার স্বামী মাথানি সালধানা গোয়ার মন্ত্রী ছিলেন, ২০১২ সালে তিনি মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর উপ-নির্বাচনে লড়েছিলেন আলিনা সালধানা এবং জয়ী হয়েছিলেন। বিজেপির টিকিটে ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি জয়লাভ করেছিলেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদিত বেহালা ক্ল্যাসিক্যাল ফেস্টিভ্যাল এর দশ বছর উদযাপনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পন্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পন্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, বিক্রম ঘোষ, কৌশিকি চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানের নিবেদক শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর পক্ষে সংস্থার কর্ণধার রূপক সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠান হবে ৯-১২ জানুয়ারি, বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে। অনুষ্ঠানের আয়োজনে বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনী।

ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক, মৈত্রীর সম্পর্ক। এই মৈত্রীর সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। বাংলাদেশের ৫০তম বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা পরিষদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ইচিং প্রেস প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ সন্ধ্যায় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের পুলিন দেববর্মা মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ভারত-বাংলাদেশ একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষা, সংস্ক'তি, ক'ষ্টি, সৌভ্রাতৃত্ব, বাণিজ্যিক সব দিক থেকে দু'দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের বিজয় দিবস আলাদা। বর্তমান প্রজন্মকে এই দিনটির তাৎপর্য জানতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার জনগণের চেয়ে সংখ্যায় বেশি বাংলাদেশের মানুষকে ত্রিপুরাবাসী আশ্রয় দিয়েছিলেন। দু'দেশের মৈত্রীর বন্ধন বহু অতীত থেকেই। এই অটুট বন্ধনের জন্যই বাংলাদেশকে দখলমুক্ত করতে ভারত সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ভারত-বাংলাদেশের অটুট সম্পর্কের ফলে ত্রিপুরা বাণিজ্যিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার মহম্মদ জোবায়েদ হোসেন, ত্রিপুরা উচ্চশিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান অরুণোদয় সাহা, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, ললিতকলা একাডেমির কার্যকরি সদস্য সুমন মজমদার, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সৌম্য চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাকৃতিক কৃষি : করবুকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন কৃষকগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। গুজরাটের সর্দার প্যাটেল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাকৃতিক কৃষি অবলম্বন সম্মেলনে ভার্চয়াল পদ্ধতিতে দেশের সকল কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে চাষাবাদ ও জৈব সার প্রদানের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবেদন জানিয়েছেন। এ উপলক্ষে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের করবুক মহকুমা কার্যালয়েও এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ সকাল ১১টায় কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য মহকুমা এলাকার কৃষকদের সামনে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়। কৃষকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সঞ্জীব দেববর্মা, সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াং ও ধর্যরাই ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবরত, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ জৈব সারকে রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে প্রয়োগ করার উপর আলোচনা করেন। আলোচনায় তারা বলেন প্রাকৃতিক কৃষি অবলম্বন করার মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জমির উর্বরতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমন চাষের খরচ সহ কীটনাশকের ব্যবহারও কমবে।

বিলোনীয়ায় কৃষি অধিকর্তাকে ডেপুটেশন কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ ডিসেম্বর।। সারাভারত কৃষক সভার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটায় বিলোনিয়া কৃষি অধিকর্তার নিকট কৃষক দের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন দাবি নিয়ে এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন মিলিত হয়। দাবি গুলো হল অকাল বর্ষনে ক্ষতি গ্রস কৃষক দের ক্ষতিপূরনের ব্যাবসা করতে হবে, প্রতিটি ব্রকে এস এ অফিস সাপন করতে হবে, নতুন করে সেক্টর অফিস খুলতে হবে,প্রতিটি পঞ্চায়েতে বিএল ডব্রিও এবং ষ্টোর সাপন করতে হবে, বিনামূল্যে কৃষক দের সার বীজ ঔষধ সরবরাহ করতে হবে এছাড়া আরো অন্যান্য দাবি নিয়ে কৃষি অধিকর্তার নিকট প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে মিলিত হয় ।ডেপুটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কৃষক নেতৃত্বরা জানান কৃষি দপ্তরের আধিকারিক তাদের দাবি গুলি পূরনেন লক্ষ্যে উর্ধতন কতৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে জানান। প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন ছিলেন সারাভারত কৃষক সভার জেলা ও মহকুমা সম্পাদক মিহির পাটারি, বাবুল দেবনাথ, কৃষক নেতৃত্ব বিকাশ পাল,রাকেশ বিশ্বাস।

কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: এ.কে আব্দুল মোমেন, এম.পি ।কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের এই আবেদন কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহের সোম থেকে শুক্রবার আবেদনকারীরা সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত নিজেদের আবেদন জমা দিতে পারবেন এবং দুপুর ১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিজেদের পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। সব রকমের ভিসা প্রসেসিং এর জন্য মূল্য ধার্য করা হয়েছে জিএসটিসহ ৮২৬ রুপী। বর্তমানে বাংলাদেশের ভ্রমনার্থীদের ভারতীয় ভিসার জন্য আবেদনের খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই মাসুল ধার্য করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা বহির্বিশ্বে স্থাপিত সব বাংলাদেশী মিশনের মধ্যে সর্বাধিক ভিসা ইস্যুকারী মিশন। ভারতীয় নাগরিকদেরকে উন্নত ভিসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কলকাতা মিশনে ভিসা আউটসোর্সিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেখানে ক্রমবর্ধমান সেখানে সময়োপযোগী এই সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ভারতে এই প্রথমবার খোলা হলো নতুন বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্র। ১৩,০০০ বর্গ ফুটের বিশাল আয়তনের সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্র সল্টলেক সেক্টর ফাইভের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কলকাতায় এটি হবে শহরের বৃহত্তম একদেশীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র। আবেদনকারীদের স্বাচ্ছন্দ আরো বাড়িয়ে তুলতে এই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে থাকছে ভিসার আবেদনপত্র পূরণে সহায়তার জন্য হেল্প ডেস্ক, ফটো ডেস্ক, ফটোকপি পরিষেবা, প্রাইভেট লাউঞ্জ, ক্যুরিয়ার পরিষেবা, ইলেক্ট্রনিক কিউইং মেশিন, ফ্রি ওয়াই ফাই, ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা ইত্যাদি।

দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন জানান, এখানে করোনার সব ধরনের বিধি মেনে আবেদনকারীদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভারতে অবস্থিত অন্যান্য বাংলাদেশ মিশনেও অনুরূপ ভিসা আবেদন কেন্দ্রে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান অনুষ্ঠানে বলেন, আজ বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে এবং বাংলাদেশ ভারত মৈত্রীর ৫০ বছর পূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত। এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকগণ আমাদের উন্নত ভিসা পরিষেবা পাবেন যা আমাদের দীর্ঘদিনের একটি প্রচেষ্টা ছিল। আমি এই বাংলাদেশ ভিসা সেন্টার স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সোমবার, থেকে এই ভিসা আবেদন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে। বর্তমানে পর্যটক ভিসা ছাড়া অন্যান্য ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে। বাংলাদেশ সরকারের পরবর্তী ঘোষণা সাপেক্ষে পর্যটক ভিসা দেওয়া হবে।

কৃষকদের উন্নতি হলেই দেশ আত্মনির্ভর হবে ঃ তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে প্রাকৃতিক চাষাবাদ অবলম্বন করা এবং কম খরচে অধিক লাভ করার বিষয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন হয় গুজরাটের সর্দার প্যাটেল অডিটরিয়ামে। আজ সকালে এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের কৃষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি ভার্চয়ালি জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে কৃষকদের উদ্দেশ্যে দেখানো হয়। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই আয়োজন। জিরানীয়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির হলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সুবত দাস সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে আগত প্রধান এবং উপপ্রধানগণ।

পানিসাগরের দেওছড়ায় ন্যাচারাল ফার্মিং অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার দেওছড়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় ন্যাচারাল ফার্মিং অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উত্তর জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ন্যাচারাল ফার্মিং অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ।মূলত গোটা দেশব্যাপী ন্যাচারাল ফার্মিং এর উপর দেশের প্রধানমন্ত্রীর লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষকদের সরেজমিনে কেমিক্যাল ও কীটনাশক সার বর্জন করে কিভাবে জৈবিক ঔষধ ও সার প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন করা যায়,তার উপরেই উক্ত অনুষ্ঠান ।আজকের ন্যাচারাল ফার্মিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভবতোষ দাস উত্তর জেলার জেলা সভাধিপতি, সুব্রত শীব ডি ডি এ উত্তর ত্রিপুরা, বীরেন্দ্র দাস সর্বভারতীয় কিষান মোর্চার সদস্য সহ অত্র এলাকার সানীয় কৃষকগণ। তাছাড়া দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীর লাইভ প্রোগ্রাম কৃষকদের দেখানো হয় ।এদিন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মকতার উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কৃষকরা কিভাবে ক্যামিকেল ছাড়া জৈবিক সার প্রয়োগ করে কম খরচে বেশি পরিমানে শাখ সব্জি উৎপান করতে পারে তা তুলে ধরেন ।কর্মকতারা আরো বলেন,লাখ, সব্জিতে ক্যামিকেল কৃটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করলে এই শাখ সব্জি খাবারের পর মানব শরীরে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য শাখ সব্জি উৎপাদনে কি ভাবে জৈবিক সার প্রয়োগ করা হবে এবং বাড়িতে কি ভাবে গরুর মল মূত্র থেকে জৈবিক সার তৈরি করা যায় তার উপর এদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়।

শোকবার্তা

● আটের পাতার পর

আজ ১৬ডিসেম্বর, ২০২১ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে শ্রীশ্রী ঠাকুর ধামে গমন করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব, পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী বাবাই দাদার এবং ইউপরিবারস্থ সকলের জন্য শ্রীশ্রী ঠাকুরের নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই কঠিন পরিস্থিতি উনারা যেন কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং রাজ্যের অগণিত ভক্তবৃন্দের মতো তিনিও মানসিকভাবে সকলের পাশে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবেও শ্রীশ্রী ঠাকুরের একজন সেবক ও ভক্ত।

বগাফায়

● আটের পাতার পর

কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক। আজকের অনুষ্ঠানে বগাফাব্লকে উপস্থিতছিলেন বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, বগাফা কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার সহ অন্যান্যরা। অপরদিকে জোলাইবাড়ী ব্লকে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যন তাপস দত্ত, এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য সহ অন্যান্যরা। উভয় অনুষ্ঠান সফলভাবে সমাপ্তির জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা করেছেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বিবধায়ক সুজিত কুমার দাস।

সভা অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর

আর কোন আধিকারীকদের দেখা যায়নি। একদিকে জনা কয়েক অঙ্গনওয়ারী কর্মী সহ দিব্যাঙ্গজন ও তাদের অভিভাবকরা দর্শক আসন অলংকৃত করলেও অন্যদিকে আলোচনা সভার মঞ্চে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের জনপ্রতিনিধিরাই ছাড়া কেউ ছিল না। বিলোনিয়া মহাকুমাধীন ঋষ্যমুখ ব্লক , ভারতচন্দ্র নগর ব্লক ও বিলোনিয়া পৌর পরিষদ এলাকার ষাট জন দিব্যাঙ্গ জন দের আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে জানান সোশ্যাল ইন্সপেক্টর উত্তম আচার্য। এরমধ্যে দিব্যাঙ্গ জনদের যাতায়াতের বাজেট অনুসারে গাড়ির ব্যবস্থা থাকলেও , প্রকৃত কোন গাড়ির ব্যবস্থা করেনি জেলা সমাজ শিক্ষা কর্তৃপক্ষরা। ফলে স্বভাবতই কেউ নিজ খরচে গাড়ি ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে।

টিএসআর

● প্রথম পাতার পর

সুবেদার উপেন্দ্র রিয়াং তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেয় ।তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেশি বন্দুক উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। এদিকে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা শিকারের কাজে সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে দেশি বন্দুক। তবে কীভাবে এই জায়গায় বন্দুকটি আসলো সে বিষয়ে তদন্ত করছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি ।কিন্তু এই বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ আসল তথ্য তুলে আনতে পারে কিনা।

বিদ্যাজ্যোতি

● প্রথম পাতার পর

হবে বলেও সংগঠন মনে করে।

ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, একটা ক্ষুদ্র অংশ এসব বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, এটা কাম্য নয়। তিনি বলেন, যারা এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তাদের ছেলেমেয়েরা বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্প গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সঠিক নয় বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

অভিভাবকরা

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, খোয়াই মহকুমাতেও একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। খোয়াইতে ৭টি সেন্টারে মোট ১৮১০ পরীক্ষার্থী ছিল। পরীক্ষা দুপুর ১২টায় শুরু হওয়ায় সূচী নির্ধারিত থাকা সত্বেও, ৪টি সেণ্টারে পরীক্ষা দেড় ঘণ্টা পিছুতে হয়েছে। কারণ, চারটি সেন্টারে ভুল প্রশ্নপত্র পৌছে গেছে। খোয়াই সরকারি বালক বিদ্যালয়, খোয়াই সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, লালছড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং তুলাশিখর বিদ্যালয়ের কেন্দ্রগুলিতে দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় মাধ্যমিকের প্রশ্ন পত্রের জায়গায় উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র পৌছে গেছে। বিষয়টি নজরে আসার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেন। অবশেষে প্রশ্নপত্র জেরক্স করে ছাত্রছাত্রীদের বিলি করা হয়েছে।

স্মরণ শহীদদের

● প্রথম পাতার পর

বাচিক শিল্পী অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করবেন।

এদিন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রচুর শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে অন্যতম ভূমিকার অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিস্বত্তার জাগরণ ঘটেছিল। সেই জাগরণের বিস্ফোরণ নতুন ইতিহাস গড়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ এবং দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাংলাদেশের সূচনা হয়েছিল। তিনি আজ মুক্তি যুদ্ধে মহান যোদ্ধাদের স্মরণ করেছেন। সাথে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বারে বারে গণতন্ত্রের হত্যার চেষ্টা হয়েছে, কিন্ত স্বাধীনতা প্রেমী মানুষ সেই চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সহায়তায় ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার দমন সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ত্রিপুরার উন্নয়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই দুই দেশের মৈত্রীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে, দাবি করেন তিনি।

এদিন ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় লিচুবাগান স্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তির যুদ্ধার কাছে পাক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ওই স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনার বলিদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ তাঁদের ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি বলেন, সেনা জওয়ান এলবার্ট এক্কা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশের সকল অংশের মানুষের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ লিচুবাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে বিজয় দিবস পালন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিলো। এ উপলক্ষে এলবার্ট এক্কা পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদবেদীতে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, পর্যটন ও পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। এছাড়া শহীদ বেদীতে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সৈনিক কল্যাণ বোর্ডের অধিকর্তা বিগেডিয়ার রিটায়ার্ড জে পি তিওয়ারি, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসীম সাহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে টি এস আর প্রথম ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার সুভাষ দেবনাথের নেতৃত্বে জওয়ানগণ বিউগল বাজিয়ে শহীদদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ও সেলামী প্রদর্শন করেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, পর্যটন ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে সে দেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে এলবার্ট এক্কা পার্ক যার নামে রাখা হয়েছে সেই এলবার্ট এক্কা ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ দেশের হয়ে লড়াইয়ে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। শহীদ এলবার্ট এক্কাকে পরমবীর চক্র প্রদান করা হয়। তাঁর প্রতি এবং শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতি ও তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, আমাদের ভারতীয় সেনাজওয়ানরা এদেশ রক্ষার্থে সময় সময় তাদের জীবনদান করছেন। তাঁদের এই আত্মবলিদান অমর হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টজনও উপস্থিত ছিলেন। সৈনিক কল্যাণ বোর্ড এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এদিকে, আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কর্মাসের ত্রিপুরা চাপ্টার বাংলাদেশ ল্যান্ড পোর্ট আধিকারিকদের মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা স্বরূপ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সাথে জড়িত ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠার যোগ্য। বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার সেই সমস্ত স্থান খুঁজে বের করার চেষ্টায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আজ তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সবচেয়ে বড় নিদর্শন চোত্তাখলায় মৈত্রী উদ্যান। এমনই আরও বহু স্থান রয়েছে যার সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর দাবি, কোভিডের কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে ঠিকই। কিন্ত,, সেই সমস্ত স্থান খুঁজে বের করার কাজ অচিরেই সমাপ্ত হবে। তিনি জানান, এবিষয়ে ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে।

চোরের হানা

● প্রথম পাতার পর

করলো নিশিকুটম্বের দল। সবকয়টি দোকান থেকে ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে নগদ অর্থ ও সিগারেটের পেকেট চুরি করে নিয়ে গেছে তারা।

চুরি হয়ে যাওয়া সবকয়টি দোকান শান্তির বাজার শহরের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত। এই চুরি কান্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা। চুরির বিষয়ে বৃহস্পতিবার শান্তির বাজার থানায় অভিযোগ জানানোর পর থানাবাবুরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দোকান পরিদর্শন করে আসেন। দিনের পর দিন এইভাবে চুরি সংগঠিত হওয়ায় শান্তির বাজারের ব্যাবসায়ীরা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় চোরদের আটক করতে পুলিশ কতটুকু সক্ষম হয়।

আহত বহু

● প্রথম পাতার পর

ফেলেন।

কিছুটা সময় যাওয়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলে প্রদ্যুত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাতেই, ফুটে উঠেছে তিপরা মথা দল পরিচালনায় তাঁর ব্যর্থতার চিত্র। শুধু তাই নয়, জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যের ডাক কার্যত ফানুসে পরিণত হচ্ছে, নিজের চোখে দেখে হয়ত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। রাজনীতির কঠিন অভিজ্ঞতা আজ প্রদ্যুতকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল। ফলে, তাঁকে ভাষণ দেওয়ার সময় কেঁদে ভাসাতে দেখা গিয়েছিল।

তাঁর সাফ কথা, শান্তি রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে একজোট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অশান্তি ছড়ানোর দায়ে প্রয়োজনে তিপরা মথার কর্মীর বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ প্রদ্যুত টের পেয়েছেন, গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাওয়ার দিকেই এগিয়ে চলেছে। কারণ, জনজাতিদের রোষের মুখে পড়ে প্রদ্যুতকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে বলেই মনে হচ্ছে। এডিসি নির্বাচনে সাফল্যে আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বুর প্রদ্যুত কিশোর এখন জনজাতিদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে চিন্তায় পরবেন, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

কয়লার

● প্রথম পাতার পর

মালিকদের সংগঠনের তরফে বিষয়টি রাজ্য সরকারের গোচরে নেওয়া হলেও এখনো পর্যন্ত সমাধানে হেলদোল নেই। অথচ এখন ইট তৈরীর মরশুম। প্রয়োজনীয় ইট তৈরী না হলে রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, বলেন তিনি। এদিকে, রাজ্যে এক লক্ষের উপর প্রধান মন্ত্রীর আবাস যোজনার ঘর পেলেও ইটের দাম বেশি হবার ফলে ঘর তৈরীর কাজ শুরু করতে পারছেন না সুবিধাভোগীরা। কয়লা সংকটের ফলে ইটভাটার শ্রমিকরাও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এখনও মালিক পক্ষ আশাবাদী রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই কয়লা বহিরাজ্য থেকে আনার ব্যবস্থা করবে। রাজ্যে কয়লা আমদানির জন্য সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে সমস্ত ইটভাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে শুধু ইট ভাটা মালিকরা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এমন নয়। ভাট্টায় কর্মরত শ্রমিকরাও জটিল সমস্যায় পড়বেন। শুধু তাই নয় ইট তৈরি না হলে রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

ধর্মঘট

● প্রথম পাতার পর

সর্বত্রই জনদুর্ভোগে দেখা দিয়েছে। আগামী কাল বন্ধ থাকলে একটানা চার দিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন ভোক্তারা। কেননা শনিবার এবং রবিবারও ব্যাংক বন্ধ থাকবে।

ক্রীড়া

মেয়েদের মহারণ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপ শুরু ঝুলন-মিতালীদের

চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন বিরাট কোহলীরা। আগামী বছর মেয়েদের এক দিনের বিশ্বকাপেও দেখা যেতে চলেছে সেই একই ছবি। প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানের মুখোমুখি ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজরা। ২০২২ সালের ৪ মার্চ থেকে নিউজিল্যান্ডে শুরু হতে চলেছে মেয়েদের এক দিনের বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচে আয়োজক দেশ নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৬ মার্চ টওরঙ্গাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। ৩১ দিন ধরে মোট ৩১টি ম্যাচ হবে। রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে খেলা হবে। অর্থাৎ প্রতিটি দেশ সাতটি করে ম্যাচ খেলবে। তার পরে গ্রুপ পর্ব থেকে সেমিফাইনালে যাবে চারটি দল।আইসিসি জানিয়েছে, ক্রমতালিকা অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত আগেই যোগ্যতা অর্জন করেছে। আয়োজক দেশ হিসাবে খেলবে নিউজিল্যান্ড। বাকি তিন দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশ যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে সুযোগ পেয়েছে বিশ্বকাপে। ভারতের সূচি:৬ মার্চ- বনাম পাকিস্তান, টওরঙ্গা,১০ মার্চ- বনাম নিউজিল্যান্ড, হ্যামিলটন,১২ মার্চ- বনাম ওয়েস্টইন্ডিজ,হ্যামিলটন ১৬ মার্চ- বনাম ইংল্যান্ড, টওরঙ্গা, ১৯ মার্চ- বনাম অস্ট্রেলিয়া, অকল্যান্ড, ২২ মার্চ- বনাম বাংলাদেশ, হ্যামিলটন, ২৭ মার্চ- বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্রাইস্টচার্চ

শিল্ড ফাইনালে কাশ্মীরের সামনে ইতিহাসের হাতছানি

শতবর্ষ পার হওয়া ভারতীয় ফুটবলের প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে আজ, বুধবার মুখোমুখি দেশের দুই নবীন ক্লাব। রিয়াল কাশ্মীর এফসি ও শ্রীনিধি ডেকান এফসি। শিল্ড ফাইনালে দ্বৈরথ শ্রীনগর ও হায়দরাবাদের দুই ফুটবল শক্তির।ভারতীয় ফুটবলে শ্রীনগরের ক্লাবটির আবির্ভাব ২০১৬ সালে। আর শ্রীনিধির পথ চলা শুরু তার এক বছর আগে। যদিও ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে তারা হাঁটতে শুরু করেছে এক বছর হল।আই লিগে শেষ বার যখন মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সে বার কিবু ভিকুনার দলের রক্ষণ এবং মাঝমাঠে নেতৃত্ব দিতেন স্পেনীয় ফুটবলার ফ্রান গঞ্জালেস। সেই ফ্রান গত বছর আইএসএলে খেলার পরে এ বার খেলছেন রিয়াল কাশ্মীরের জার্সিতে। মঙ্গলবার দুপুরে অনুশীলনের পরে হোটেলে ফেরার সময়ে ফ্রান বলে গেলেন, ‘‘যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান জার্সি গায়ে অনেক স্মরণীয় ম্যাচ খেলেছি। এ বার রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে ট্রফি জিতে মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে রাখতে নিজের সর্বস্ব দিয়ে খেলতে হবে। গত বছর আমাদের দলই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এ বারও ট্রফি রেখেদিতে চাই।’’শ্রীনিধি রক্ষণের অন্যতম স্তম্ভ বঙ্গসন্তান সামাদ আলি মল্লিকের মন্তব্য, ‘‘রিয়াল কাশ্মীর ভাল দল, তা জানি। তবে ওদের ছাপিয়ে ভাল খেলে ট্রফি জেতার জন্য আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি।’’২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনমে শুরু হয়েছিল শ্রীনিধি ফুটবল ক্লাব। যা পেশাদার ফুটবল ক্লাবে পরিণত হয় ২০১৮ সালের মে মাসে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বয়সভিত্তিক বিভিন্ন লিগে খেলার পরে গত বছর তারা ছাড়পত্র পায় ২০২১-২২ মরসুমে আই লিগ খেলার। তার জন্য দক্ষিণ ভারতের দলটি কোচ করে এনেছে আর্জেন্টিনা-জাত ও বার্সেলোনার বাসিন্দা প্রাক্তন চার্চিল ব্রাদার্স কোচ সান্তিয়াগো ভারেলাকে।অন্য দিকে বারুদের গন্ধের মধ্যেও কাশ্মীর উপত্যকায় এই মুহূর্তে যুব সমাজের অন্যতম প্রেরণার নাম রিয়াল কাশ্মীর। ২০১৫ সালের বন্যার পরে দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শামিম মিরাজ ও ও তাঁর বন্ধু সন্দীপ ছাটুর উদ্যোগে যে ক্লাবের পথ চলা শুরু ২০১৬ সালে। প্রথম দিকে খেলতেন কাশ্মীরের স্থানীয় ফুটবলারেরা। ক্লাব প্রতিষ্ঠার এক বছর পরেই স্কটল্যান্ডে আমন্ত্রণী প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে প্রথম নজর কাড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের এই ক্লাবটি। এর পরে ২০১৭-১৮ মরসুমে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তারা প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে স্কটিশ কোচ ডেভিড রবার্টসনের প্রশিক্ষণে। তিনি এখনও দলের কোচ।শ্রীনগরের এই ক্লাবে এখন পুরুষদের সঙ্গে ফুটবলের পাঠ নেন স্থানীয় মহিলা খেলোয়াড়েরাও।

দ্বিতীয় টেস্টে নেই কামিন্স বলবিকৃতি কাণ্ডের পর ফের অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ

অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না প্যাট কামিন্স। তাঁর বদলে অধিনায়ক করা হল স্মিথকে। সহ-অধিনায়ক ট্র্যাভিস হেড।অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু বৃহস্পতিবার থেকে। দিন-রাতের সেই টেস্টে ফিরছেন অধিনায়ক স্মিথ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বলবিকৃতি কাণ্ডের পর অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর। সাড়ে তিন বছর পর ফের অধিনায়ক হলেন স্মিথ। কামিন্সের নেতৃত্বে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে কোভিড আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসায় দিন-রাতের টেস্ট খেলতে পারবেন না কামিন্স।বুধবার সন্ধ্যায় রেস্তরাঁয় গিয়েছিলেন কামিন্স। সেখানেই এক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন কামিন্স। সেই জন্য সাত দিনের জন্য নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। তবে আইসিসি জানিয়েছে কামিন্স জৈবদুর্গের কোনও নিয়ম ভাঙেননি। অ্যাশেজ শুরুর আগেই অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন টিম পেন। তাঁর বিরুদ্ধে যৌনকেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে।
সেই কারণে এই সিরিজে খেলতেও রাজি হননি তিনি। এর পরেই অধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করা হয় কামিন্সের নাম।

হ্যাটট্রিক দিলপ্রীতের, পাক দ্বৈরথের আগে ছন্দে ভারত

গত মাসেই ক্রিকেটে প্রতিবেশী পাকিস্তান বাইশ গজে দুরমুশ করে গিয়েছে শাকিব আল হাসানদের। বুধবার হকিতে ফের বড় ধাক্কা খেল বাংলাদেশ। চলতি এশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের দাপটের সামনে হার মানল তারা।ম্যাচের ফল ৯-০।মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ম্যাচ ড্র করার পরেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিংহ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ঝড় তুলেই ফিরবে তাঁর দল। বুধবার তারই প্রতিফলন দেখা গেল পুরো ম্যাচে। ঝলমলে হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন দিলপ্রীত সিংহ। এ ছাড়া পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করলেন জর্মনপ্রীত সিংহ।ম্যাচের ১২ মিনিটে নিজের এবং দলের প্রথম গোল করেন দিলপ্রীত। তাঁর পরের দুটি গোল হয় যথাক্রমে ২২ এবং ৪৫ মিনিটে। তারই মধ্যে ২৮ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে হরমনপ্রীতের শট প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে তা থেকে ব্যবধান বাড়ান ললিত উপাধ্যায়। ৫৪ মিনিটে একক কৃতিত্ব গোল করে যান আকাশদীপ সিংহ। তার এক মিনিটের মধ্যে দেশের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেয়ে যান মনদীপ মোর। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন সহ-অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংহ। পাশাপাশি জর্মনপ্রীতের দুটি গোল ২৯ এবং ৪৩ মিনিটে।পুরো ম্যাচে ভারতীয় দলের দুর্দান্ত হকির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি বাংলাদেশ রক্ষণ। ম্যাচের পরে যা নিয়ে দলের অধিনায়ক আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, ‘‘ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে ভারতের আক্রমণাত্মক হকির সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারিনি। বিশেষ করে, রক্ষণ কার্যত বেসামাল হয়ে যায় ভারতীয় দলের পাসিং বৈচিত্রে। এই ম্যাচ থেকে বড় শিক্ষা পেলাম আমরা।’’দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে টেবলের এক নম্বরে রয়েছে ভারত। দুই নম্বরে দক্ষিণ কোরিয়া। আগামী শুক্রবার ভারতের ম্যাচ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তার আগে এই জয় দলের মনোবল যে বাড়িয়ে দিয়েছে, তা ম্যাচের পরে জানিয়েছেন মনপ্রীত।

এক রাশ বিতর্ক সঙ্গী করে বৃহস্পতিবার ভোরে দল নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে কোহলী

তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা হল ভারত। ২৬ ডিসেম্বর প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে দুই দল। বৃহস্পতিবার ভারতের রওনা হওয়ার ছবি দিল ভারতীয় ক্রিকেটবোর্ড।বিসিসিআই টুইট করে লেখে, ‘সবাই তৈরি। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য।’ এই সিরিজে ভারত পাবে না রোহিত শর্মাকে। চোটের জন্য নেই দলের সহ-অধিনায়ক। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বিরাট কোহলী বলেন, ‘‘রোহিতের মতো একজন ক্রিকেটারকে মিস করব।ইংল্যান্ডে রোহিত নিজেকে টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবে প্রমাণ করেছে। ওপেনিং জুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওর অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা সব কিছুকেই মিস করব আমরা।’’সেই সঙ্গে কোহলী মনে করিয়ে দিয়েছেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল এবং লোকেশ রাহুলের কাছে সুযোগ থাকবে এই সিরিজে। ভারতের টেস্ট অধিনায়ক বলেন, ‘‘ময়াঙ্ক এবং রাহুলের কাছে এটা বড় সুযোগ। ওরা ভাল খেলছে, এই সিরিজেও সেটাই করতে হবে। রোহিতের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে প্রিয়ঙ্ক পঞ্চালকে। সেই সঙ্গে কোহলী জানিয়ে দিয়েছেন একদিনের সিরিজে খেলবেন তিনি।

ত্রিপুরা সরকার
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
খেজুর বাগান, আগরতলা-৭৯৯০০৬

Request for Proposal

Directorate of Industries and Commerce, Govt. of Tripura invites proposal from the interested entrepreneurs/SHG/Cooperatives/Groups/ FPOs for establishment of food processing units under Pradhan Mantri Formalisation of Micro Enterprises (PMFME) scheme in Tripura based on One District One Product (ODOP) concept.

Approved ODOP for Tripura are as below:

District	Approved ODOP
West Tripura and South Tripura	Bakery based products
Dhalai, Gomati and Unakoti	Multiple Fruit products
North Tripura	Tea and Tea Based Products
Khowai	Rice based products
Sepahijala	Dairy Based Products

Important Facts and the eligibility criteria of the applicant:

✓ Credit linked **35% Bank subsidy on project Cost, maximum ceiling 10 Lakhs**
✓ Any individual/SHG/Cooperatives/Groups/ FPOs setting up ODOP based enterprise
✓ Any operational existing enterprise unit on ODOP or Non ODOP based products
✓ The applicant either proprietorship/ Partnership should have ownership right of the enterprise;
✓ The applicant should be above 18 years of age and should possess at least VIII standard pass educational qualification;
✓ Only one person from one family would be eligible for obtaining financial assistance. The "family" for this purpose would include self spouse and children;
✓ Minimum 10 % contribution by the owner is mandatory and balance from Bank;
✓ Cost of the land should not be included in the Project cost.

For more information please send email at pmfmetripuraspmu@gmail.com or may visit to the nearest District Industries Centre.
Also may visit,

State Project Management Unit, PMFME scheme
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, খেজুর বাগান, জিআর হোটেলের পাশে
আগরতলা -৭৯৯০০৬

ICA-D-1455/2021-22

অধিকর্তা
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর,

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সমর্থনে বৃহস্পতিবার আগরতলায় পিকেটিং। ছবি নিজস্ব।

আমবাসা আরডি ব্লকে আমলাদের বদান্যতায় সরকারী প্রকল্পের দফারফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। এসএইচজি গ্রুপের কর্মীরা তাদের বরাদ্দকৃত ফার্মের ব্যবস্থা না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার স্ব-সহায়ক দলগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। অথচ এই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাংশের আমলারা গাফিলতি করে চলেছেন, এমনটাই অভিযোগ। তাতে সরকারের আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এধরনের গাফিলতির নজির নজরে এসেছে ধলাই জেলার আমবাসায়। আমবাসা আর ডি ব্লকের অধীনে বাগমারা এলাকায় কিছু সংখ্যক এসএইচজি গ্রুপের মহিলা কর্মীদের জন্য বছর দেড়েক আগে শুকর, পোল্ট্রি মোরগ ফার্ম ও গবাদিপশুর ফার্ম গড়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সেই ফার্মগুলির ঘর তৈরি করে দেইনি আমবাসা আর ডি ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার। তাই তারা ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন।

তারা জানিয়েছেন, বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই তারা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে বিষয়টি তুলে ধরেন। তারা চাইছেন অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন তাদের সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসে। অন্যথায় তারা আগামী দিনে রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হবেন। জানা গেছে, আসকি এসএইচজি, অঙ্গনা এসএইচজি, দিশারী এসএইচজি, শান্তি এসএইচজি এই চারটি এসএইচজি-র নামে শুকর, পোল্ট্রি মোরগ ও গবাদি পশুর ফার্ম গড়ে তোলার কাজ বরাদ্দ হয়েছে। তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর কাজ করতে ব্যর্থ হলে তাদের গ্রুপের একাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। তারা নিজেরাই ফার্ম গড়ে তুলবেন বলে জানিয়েছেন। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রাণীরবাজার পুরপরিষদের বিশেষ সভায় করলেন তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। রাণীরবাজার পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রাণীরবাজার পুরপরিষদের সিইও জীবন কৃষ্ণ আচার্য, ডেপুটি সিইও শান্তনু দত্ত, রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমাজসেবী পার্থসারথী সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভার শুরুতে পুরপরিষদের উপকার্যনির্বাহী আধিকারিক জানান, রাণীরবাজার পুরপরিষদ এলাকায় ৪৪১টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান প্রকল্পে পাকা ঘর দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি বলেন, পুর এলাকায় ১৩টি ওয়ার্ডে মহিলা স্বসহায়ক দল দ্বারা বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজ প্রতিনিয়ত চলছে। সভায় পানীয়জল সরবরাহ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পুর এলাকায় এখনও যে সকল ওয়ার্ডে পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখে দ্রত সমাধান করার জন্য পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিককে নির্দেশ দেন। যে সকল ওয়ার্ডে জলের সমস্যা এখনও রয়েছে সেখানে প্রয়োজনে টিউবওয়েল, মিনি ডিপটিউবওয়েল বসানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পুর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তাঘাট নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। তিনি রাস্তা সৌন্দর্যকরণের জন্য রাস্তার দুধারে বিভিন্ন গাছ লাগানোরও পরামর্শ দেন।

পুর এলাকায় রাস্তার স্ট্রিট লাইট নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী পুর এলাকায় পানীয়জল, রাস্তাঘাট, বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ প্রতিনিয়ত অগ্রাধিকারের সঙ্গে করতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পুর এলাকায় সব্জি বাজার, মাছ বাজার, মাংস বাজার প্রভ'তি বাজারগুলিকে আরও উন্নত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় বিদ্যৎ, টুয়েপের কাজ নিয়েও আলোচনা হয়। তিনি স্বসহায়ক দলগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বগাফায় কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ ডিসেম্বর।। বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্যোগে বগাফা ব্লকে ও জোলাইবাড়ী ব্লকে অনুষ্ঠীতহয় প্রাকৃতিক কৃষি জাতীয় সম্মেলন। বগাফা কৃষ দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীতকুমার দাসের উদ্যোগে বগাফা কৃষি দপ্তরের অধীনে কৃষকদেরনিয়ে বগাফা আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েতসমিতির হলঘরে ও জোলাইবাড়ী আর ডি ব্লকের টি আর এল এম এর প্রশিক্ষনের কক্ষে প্রাকৃতিক কৃষি জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠীত করাহয়। অনুষ্ঠানে প্রজেক্টারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ভাষন জনসম্মুখে তুলেধরাহয়। আজকের এইঅনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিতকুমার দাস। তত্বাবধায়ক সুজিতকুমার দাস জানান আজকের অনুষ্ঠানে কৃষকদের ব্যাপকসারা পাওয়াগেছে। তারপাশাপাশি বগাফা কৃষিদপ্তর আগামীদিনে জৈবিক পদ্ধতিতি কৃষিকাজের উপর বিশেষ গুরুত্বদিয়ে কৃষকদের সাহায্যেরহাত বাড়িয়েদিবেন বলে জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়াতে পালিত হলো আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসের আলোচনা সভা। যাদেরকে নিয়ে আলোচনা সভা তারাই ভ্রাত্য এই আলোচনা সভার কর্মসুচি থেকে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ হাতে গোনা কয়েকজন দিব্যাঙ্গজন ও তাদের অভিভাবকরা দর্শকাসনে অলংকৃত করতে দেখা যায় এই আলোচনা সভাতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসকে সামনে রেখে, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে আলোচনা সভা আয়োজিত হলেও আধিকারিকের কার্যালয়ের কর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিকেরা ছিল অনুপস্থিত। ছিল মাত্র এক জন সোসাল ইন্সপেক্টর। নামে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক হলেও বিলোনিয়া মহকুমা ভিত্তিক বলে জানান জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সোসাল ইন্সপেক্টর। কিন্তু কোভিডকে মান্যতা দিয়ে নাকি মহকুমা ভিত্তিক করা হয়, মহকুমার বাইরে কোন দিব্যাঙ্গ জনদের আমন্ত্রন জানানো হয় নি। এই সোসাল ইন্সপেক্টর উত্তম আচার্য ছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেলথ মিক্স মিল্ক বিতরণ শুরু

শিক্ষার উপর রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৪টি বিদ্যালয় এবং ঊনকোটি জেলার ৬টি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর্ণাটকের সত্যসাই অন্নপূর্ণা ট্রাস্ট দ্বারা বিনামূল্যে সাইসিউর হেলথ মিস্ক মিল্ক বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে আজ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ফটিকছড়া টি ই উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হেলথ মিস্ক মিল্ক বিতরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানের সূচনা করে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের মূল শ্লোগান তিনটি।

এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। এই তিনটি শ্লোগানকে নিয়ে রাজ্য সরকার এগোচ্ছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে হলে আগামী প্রজন্মকে আমরা যদি উন্নত না করতে পারি, যদি প্রক'ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারি, তাহলে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে না। যারা পড়াশোনা করছে তাদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই শিক্ষার উপর রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সাড়ে তিন বছরে বিদ্যালয় শিক্ষায় ৩০টি সংস্কার করেছে। সবকয়টি বিদ্যালয়ে এনসিইআরটি কারিকুলাম চালু করা হয়েছে। ৩০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ১৩৫টি বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। আরও ৭০টি বিদ্যালয়ে তা চালু করা হবে। সুপার ৩০ চালু করা হয়েছে। ৮৮টি বিদ্যালয়ে প্রি প্রাইমারি চালু করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় পাইলট প্রোগ্রাম হিসাবে স্পোকেন ইংলিশ চালু করা হয়েছে। নতুন দিশা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প'ম এবং অষ্টম শ্রেণীতে পাশ ফেল প্রথা চালু করা হয়েছে। নবম শ্রেণীতে মেধা অংক পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা অঙ্ক পুরস্কার চালু করা হয়েছে। ১২৮টি বিদ্যালয়কে বাংলা মাধ্যম থেকে ইংরেজী মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সকল এপিএল এবং বিপিএল ভূক্ত নবম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রীদেরকে সাইকেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লকডাউনের সময় নেইবারহুড ক্লাস এবং বন্দে ত্রিপুরা নামক চ্যানেল চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৈলাসহর, ধর্মনগর, উইমেন্স কলেজ, এমবিবি কলেজ, বিলোনীয়া এবং উদয়পুর কলেজ সহ মোট ৬টি কলেজে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশেষভাবে বাংলা ও ইংরেজীতে মাস্টার ডিগ্রী চালু করা হবে। এতে গ্রামের ছেলে মেয়েরা উপক'ত হবে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক ক'ষ্ণধন দাস বলেন, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মোট ১৪৫১ জন ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি, শারীরিক মান বৃদ্ধি করার জন্য দুধ বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আগামী দিনে এই ট্রাস্টের লক্ষ্য ৫০০০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দুধ বিতরণ করা।

সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য্যদেবের মহাপ্রস্থান মুখ্যমন্ত্রীর শোক বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। সৎসংগের প্রধান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রী আশাক চক্রবর্তী, সৎসঙ্গীদের কাছে তিনি পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রী দাদা" নামে সমাধিক পরিচিত আজ সকাল ০৯.৪০ মিনিটে দূর্গাপুর মিশন হাসপাতালে তাঁর পার্থিব যাত্রা সমাপন করে মহাপ্রসান করেন। মূহুর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষ সহ বর্হিভারতের অনেক দেশে।

এই খবর পাওয়া মাত্রই কান্নার কোলে ঢলে পড়েন শ্রীশ্রী ঠাকুরের কোটি কোটি মন্ত্র শিষ্য, ভক্ত অনুরাগী--বিশেষ করে যারা তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্যে জীবনে নতুন দিশা পেয়েছেন, আলোকিত হয়েছে অগুনিত ভক্তপ্রান মানুষ। গত দুই মাস যাবৎ চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাঁর অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে শ্যামাপুর, দক্ষিন দুর্গাপুর সৎসঙ্গ মন্দির প্রাঙ্গনে।

পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমে ১৯৩৬ সালে ২১ অক্টোবর তাঁর জন্ম। পড়াশুনা করেন দেওঘর ও কলকাতায়। কিছু দিন তিনি ডাক্তারী পড়েছেন, পরে এলএলবি করেন, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, একাধারে গীতিকারও। হাজার হাজার গান লিখেছেন তিনি। বহু গান রেকর্ড হয়েছে-সৎসঙ্গীদের ঘরে ঘরে তাঁর রচিত গান, কীর্তন সৎসঙ্গ ও উৎসবাদিতে পরিবেশিত হয়।

তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুরের পৌত্র। তাঁর পিতা শ্রীশ্রী অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী(শ্রীশ্রী বড়দা) ছিলেন সৎসঙ্গের প্রথম প্রধান আচার্যাদেব। তাঁর মহাপ্রয়ানের পর তিনি সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য্যদেবের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর প্রয়ানে সৎসঙ্গের একটি যুগের অবসান হল। ত্রিপুরা রাজ্যিক সৎসঙ্গ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদের শ্রীশ্রী সাদার (শ্রীশ্রী অশোক চক্রবর্তী) মহাপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী বাবাই দাদার সমীপে শোকবার্তা প্রেরণ করেন। আচার্য্যদেব শ্রীশ্রী দাদা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমজিএনরেগা কোষাগারে অর্থের অভাবে লালবাতি জ্বলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ ডিসেম্বর।। এম.জি.এন. রেগা কোষাগারে অর্থের অভাবে লালবাতি জ্বলছে। নভেম্বরে বেতন হয়নি রেগা কর্মীদের এবং মজুরি বকেয়া শ্রমিকদের। কেন্দ্রের ফ্ল্যাগশিপ গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ বছরের মাঝপথে শেষ হয়ে গেছে।

কন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের এক বিবৃতি অনুসারে অক্টোবরের শেষে এই প্রকল্পে ৮,৬৮৬ কোটি টাকা বেশী খরচ হয়ে গেছে। তার জন্য গ্রাম রোজগার সেবক ও রেগা কর্মীদের বেতন বিলম্বিত হবে। রেগা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করতে দেরী হবে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নাকি এই প্রকল্পে সম্পূরক বাজেট বরাদ্দ হবে। তবেই তাঁরা বকেয়া বেতন ও মজুরি পাবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০২০-২০২১ লকডাউনের সময় রেগা কোষাগারে ১,১১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবার ২০২১-২০২২ -এর বাজেটে বরাদ্দ মাত্র ৭৩০০০ কোটি টাকা। যুক্তি হল লকডাউন শেষ হয়ে গেছে। অর্থ ফুরিয়ে গেলে সম্পূরক বাজেট পাওয়া যাবে। অক্টোবর শেষে মোট ব্যয় ৭৯,৮১০ কোটি টাকা। যা প্রকল্পটিতে লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ২১টি রাজ্যে এই প্রকল্পে লালবাতি জ্বলেছে।কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক আরো বলেছে যে, কোষাগারে টাকা না থাকলেও মানুষকে কাজ দেওয়া যেতে পারে। তবে তহবিলে টাকা এলেই বকেয়া বেতন ও মজুরি দেওয়া হবে। রাজ্যও নাকি এক্ষেত্রে অস্থায়ী তহবিল তৈরী করতে পারে। একবার সম্পূরক বাজেট এলেই একমাত্র এই অচলাবস্থার অবসান হবে। আমাদের রাজ্যে জি.আর.এস. ও রেগা কর্মীরা এখনো নভেম্বর মাসের বেতন পায়নি। কবে হবে তা অনিশ্চিত। রেগা শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া পড়ে রয়েছে। বিনা বেতনে জোর করে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শাসনে রেগা প্রকল্পে অর্থের অভাবে লালবাতি জ্বলছে।ভিশন ডকুমেন্টে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে।লকডাউন শেষ হলেও দেশে তীব্র আর্থিক সংকট চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার তা আড়াল করছে। চরম মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীন, কর্মহীন ও চাকুরি বিহীন কর্পোরেটমুখী অর্থনীতির অভিমুখ বদল করতে না পারলে রেগা প্রকল্পে লালবাতি জ্বলবে। এটাইতো স্বাভাবিক।তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে এই প্রকল্পে আগামী ৫(পাঁচ) মাসের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে আগামী ৫(পাঁচ) মাসের জন্য সম্পূরক বাজেট বরাদ্দ পাশ করানোর দাবি জানাচ্ছে সিপিআই (এমএল) ও অখিল ভারত ক্ষেত মজদুর ও গ্রামীণ মজদুর সভা (আইয়ারলা), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এক প্রেস বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পার্থ কর্মকার, সুবিরজিৎ সিনহা, রাজ্য সম্পাদক, অখিল ভারত ক্ষেত মজদুর ও গ্রামীণ মজদুর সভা(আইয়ারলা), ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদ।

আমবাসায় জল নিষ্কাশনে ড্রেন নির্মাণ কাজ চলছে জোর কদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের ওপর বৃষ্টির জল কোনো ভাবেই জমতে না দেওয়ার লক্ষ্যে আমবাসা বাজারে জাতীয় সড়কের দু"পাশে জরুরী ভিত্তিতে পাকা ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধায়ক পরিমল দেববর্মা সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। তাতে, মনে হচ্ছে আমবাসাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের পথে।

আমবাসায় জাতীয় সড়কের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য তৈরি হচ্ছে ড্রেইন। কাজ চলছে জোর কদমে। কিন্তু কিছুদিন আগে এক ফসলা বৃষ্টিতেই ড্রেইনের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ফলে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ওঠে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে। এই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার আমবাসা জাতীয় সড়কে চলা ড্রেইনের কাজ পরিদর্শন করতে আসেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। ড্রেইনের কাজের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিনি। তাঁর সাথে ছিলেন আমবাসা পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান মমতা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সূত্রধর সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিধায়ক পরিমল দেববর্মা বলেন আমবাসাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের পথে। কাজটি যেন সঠিকভাবে হয় সেজন্যই বিভিন্ন আধিকারিকদের তদারকি করার জন্য বলা হয়েছে।

আমবাসা বাজারের ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন দ্রুত যেন জাতীয় সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। ড্রেন নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ না হলে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ঠিক তেমনি সামান্য বৃষ্টি হলেই মূল সড়কের ওপর জল জমে থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

কাঁকড়া ছড়া এডিসি ভিলেজ কার্য্যালয় বন্ধ হয়ে আছে, সুবিধা পাচ্ছেন না এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ ডিসেম্বর।। দীর্ঘদিন ধরে ভিলেজ অফিসের জরুরী কাজ কর্ম লাটে উঠে রয়েছে, ভোগান্তির শিকার মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের অধীন কাঁকড়া ছড়া এলাকার সাধারণ জনগণ। ভিলেজ কার্যালয়ের সেক্রেটারি বাবু নিজের মর্জি মাফিক ইচ্ছে হলে ভিলেজ কার্যালয়টি খুলেন, না হয় ভিলেজ কার্যালয় বন্ধ রাখেন এমনটাই অভিযোগ করেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনজাতি অংশের মানুষজনেরা।

কাঁকড়া ছড়া এলাকার এলাকাবাসীরা অভিযোগ করে জানায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লক এর অধীন কাঁকড়া ছড়া এডিসি ভিলেজ কার্যালয়টি তালা বন্দি অবস্থায় রয়েছে, তাও আবার দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস ধরে। যার ফলে ভিলেজ কার্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে স্থানীয় গিরিবাসীরা। ভিলেজ এলাকার সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীরা জানায়, ভিলেজ কার্যালয়ের পঞ্চায়েত সচিব সঞ্জীত দেববর্মা নাকি নিজের মর্জি মাফিক পঞ্চায়েতের তালা খুলে আবার বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। তাতে ভিলেজ এলাকার সুবিধাভোগীরা কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। সংশ্লিষ্ট এলাকার এক প্রবীণ নাগরিক জানান জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট সহ জরুরী কাগজপত্র দীর্ঘদিন ধরে ঘুরেও পাচ্ছে না ভিলেজ কার্যালয়টি তালাবন্দি থাকার ফলে। স্থানীয়রা আরো অভিযোগ করে বলেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বের করার জন্যও দীর্ঘ প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লকে যেতে হয়, আর যেতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থও তাদের কাছে নেই। কারণ, জুম চাষ এবং বাজারে বিভিন্ন লতাপাতা বিক্রি করে তাদের খুবই কষ্টে জীবিকা নির্বাহন করতে হয়। অন্যদিকে ভিলেজ কার্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্দি থাকার কারণে ঐ এলাকার এলাকাবাসীরা রেগার কাজের সঠিক তথ্য পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ।

এখন দেখার বিষয় ব্লক প্রশাসন কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের সচিব সঞ্জীত দেববর্মার বিরুদ্ধে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, নাকি পার পেয়ে যাবে অন্যান্য পঞ্চায়েত সচিবদের মতই এমনটাই অভিমত তথ্যবিঘ্য মহলের।

কল্যাণপুরে যানজট ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা, বাড়ছে দূর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ ডিসেম্বর।। কল্যানপুরের জন ঘনত্ব বাড়ছে। বলা চলে ধীরে ধীরে এখন শহরের রূপ নিচ্ছে কল্যাণপুর।ঠিক তেমনি প্রতিনিয়ত বাড়ছে যান বাহনের সংখ্যা, বাড়ছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। প্রতি বৃহস্পতি এবং রবিবার কল্যানপুরের সাপ্তাহিক হাটবার। এই দুদিন সাধারণত পার্শ্ববর্তী বাগানবাজার, ঘিলাতলী, দাছুড়া, তোতাবাড়ি, কুঞ্জবন সহ বিভিন্ন এলাকার সাধারণরা পাড়ি জমান কল্যানপুরে। ভিড়ে ছয়লাপ থাকে খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক সহ সর্বত্র।অধিক যানজট সৃষ্টি হয় কল্যাণপুর ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরের পাশে।কোন পাইকারি হাটে পুলিশ থাকে আবার কোনদিন পুলিশ থাকে না বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। এই যানবাহনের ভীড় আর লোক সমাগমে প্রায় ভেংগে পড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা। বিশেষ করে মোটর স্ট্যান্ড এবং পাইকারি বাজার সন্নিহিত এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ সব মহলে। যদিও

কল্যানপুর থানা থেকে কল্যানপুরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের জন্য আরক্ষা কর্মী নিযুক্ত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এস.পি.ও জওয়ান বা পুলিশ কর্মীদের দেওয়া হয় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব। ফলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে প্রায়শই ঘটে চলেছে ছোট বড় দূর্ঘটনা সহ নানান অনভিপ্রেত ঘটনাসমূহ। প্রতিদিন কল্যানপুরে ভীড় বাড়ছে। সংগত কারনেই দাবী উঠছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ট্রাফিক কর্মীদের দ্বারাই কল্যানপুরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের উদ্যোগ নেওয়া হউক। বা নিযুক্ত করা হোক সাদা পোশাকে ট্রাফিক পুলিশ।কারণ পার্শবর্তী খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া শহরের উপকণ্ঠে এই সাদা পোশাকে রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ এর দায়িত্বে। তবে প্রশ্ন কল্যাণপুরে কেন থাকবে না ?

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।